Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি ও সমন্বয়

3/245

8

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি ও সমন্বয়

[আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী
অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইন্‌স্পেকটর

Presented by
Narayan Chakravarti
14/6/80

[মূল্য এক টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী
চাঁদপাড়া, ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৭

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, কর্তৃক মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

[ডক্টর বি. বি. দত্ত এম্‌-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপুর্ব্ব রেজিষ্ট্রার, বর্ত্তমানে কলেজ সমূহের পরিদর্শক ।]

সংসারে শান্তিলাভ ও শান্তি স্থাপনের সমস্যা চিরন্তন সমস্যা। মানব স্মরণাতীত কাল হইতে এই সমস্যার সমাধানে যথাশক্তি যথাবুদ্ধি চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আরণ্যকের ঋষি, বেদান্ত দর্শনের শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি মনীষী, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, অহিংসার সাধক প্রচারক বুদ্ধদেব—মহাবীর, প্রেমের অবতার খ্রীষ্ট·চৈতন্য, একেশ্বরবাদী মহম্মদ এবং লোকায়ত দর্শনের চার্ব্বাক সকলেই সুখ শান্তি লাভ বিষয় আপনাপন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ মানব কিন্তু চার্ব্বাক মুনিরই শিষ্য। লোকায়ত দর্শনের উর্দ্ধে আমরা উঠিতে পারি নাই। মানব দর্শনের পরিবর্ত্তে তাই মার্কসীয় দর্শনের আলোচনা-সাধনায় মশগুল হইয়াছি। ভোগেই সুখ, কামোপভোগেই জীবনের চরিতার্থতা—বিজ্ঞানের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণে এই চার্ব্বাক নীতিই উদ্ভাসিত হইতেছে। এই হিসাবে কি ট্রুমান, কি হিটলার, কি লেনিন, কি ষ্ট্যালিন সকলেই ব্যাঘ্রপদগোত্রীয়, দশানন-প্রবর। সকলেই বিশ ভুজে আহরণ করিয়া দশ মুখে উদরসাৎ করে। গজতুণ্ডী লম্বোদর গণেশ সকলেরই উপাস্য দেবতা। রাবণই আমাদের আদর্শ, রাম নহে। ফলে জাতিতে জাতিতে হানাহানির অভাব নাই।

বুদ্ধশঙ্করের সন্ন্যাস সাধারণের পক্ষে অচল ; শ্রীকৃষ্ণের সংসারে সন্ন্যাস কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে নিঃশেষ হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে নহে—প্রেমাবতারের ক্রুশবেধ সনাতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপার। বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধদেব মহাত্মা গান্ধীর হত্যা আকস্মিক ঘটনা নহে। তাঁহার নগ্নদেহ, কটিবাস, ব্রহ্মচর্য্য এই বিজ্ঞানের যুগে অচল। লোক গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যে যাইবে না; শাড়ী, গাড়ী, বাড়ী ছাড়িয়া, যন্ত্র-তন্ত্র ছাড়িয়া, মন্ত্র-তন্ত্র লইবে না। মনুর ধর্ম্মজ পুত্রের তর্পণে তৃপ্তি নাই; কামজ সন্তানেরা সংসারে কিলবিল করিতেছে। ধন-পুঁজিবাদীরা বলিতেছে 'আমরাই মুস্কিল-আসান; আমাদের রাজ্যে বাক্যের স্বাধীনতা, কার্য্যের স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতা।' আর শক্তি-শ্রম-পুঁজিবাদীরা বলিতেছে, 'আমরাই সংসারে স্বর্গ স্থাপন করিয়াছি। আমাদের রাজ্যে ধনীর মত্তোৎসবের নির্ঘোষে দরিদ্রের আর্ত্ত নিনাদ ডুবিয়া যায় না; এইখানে ধনী নাই, দরিদ্র নাই, সকলেই সমান। আমরা সকলকেই এক যন্ত্রায়ত্ত করিয়াছি!' এই দুই মধু কৈটভ শুম্ভ নিশুম্ভের আস্ফালনে সংঘাতে জগৎ ধ্বংসোন্মুখ। জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জনে জনে এই সংঘর্ষ সংগ্রাম উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। জগদ্ব্যাপী এই হিংস্র লোলুপতা উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের যুবক যুবতীদের মধ্যেও উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

এই কালবৈশাখীর দিনে শান্তি-স্বস্তির উপায় সম্বন্ধে যতই আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। এখন আত্মসমীক্ষার দিন আসিয়াছে। 'শান্তি ও সমন্বয়' নামক পুস্তকের লেখক শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরী আজীবন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি নানা শাস্ত্রের নানা সাধকের বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে যুযুৎসু আত্মম্ভরিতায় শান্তি নাই, বুভুক্ষু কামাত্মতায় স্বস্তি নাই, শান্তি স্বস্তি আছে সনাতন যম-নিয়ম সাধনে শৃঙ্খলানুগত্য, আইনের অনুবর্ত্তিতা, নৈতিক উন্নতিতে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আচরিত প্রচারিত সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদের উপর গ্রন্থকার বিশেষ জোর দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরুণের দল যদি এই গ্রন্থপাঠ করে, তাহা হইলে যুবসমাজের অশান্ত চঞ্চলতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু পড়ে কে? বুঝে কে? আচরণ করে কে? আমরা হইয়াছি হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যে বা স্বর্ণে আমাদের কশিপু অর্থাৎ শয্যা পরিচ্ছদ; প্রহ্লাদের কথা শুনিব কেন? আমাদের জন্য নৃ-সিংহের প্রয়োজন। আমরা জনে জনে অসুর; জনার্দ্দন না হইলে চলিবে কেন? আমরা বুঝিয়াছি লক্ষ্মীর বাহক নিশাচর বিহঙ্গম পেচক; নৈশ চোরা কারবারে লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি গণেশের বাহন মুষিক—কাজেই দিবা-রাত্র মোষণে অর্থাৎ শোষণে অপহরণে গণসেবা করিতেছি। দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী হে মা অম্বিকে, এসো মা, আর একবার চণ্ডীরূপে সন্তানের উচ্চণ্ডতা শান্ত কর মা। একবার দেখাইয়া দাও, মা, হিংসা উল্টাইলেই অহিংসার শক্তি সিংহরূপে অ-সু-র-নাশিনী হয়।

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের শ্রেষ্ঠ মানব
শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত
মহাত্মা গান্ধির
পবিত্র নামে
উৎসর্গ করা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

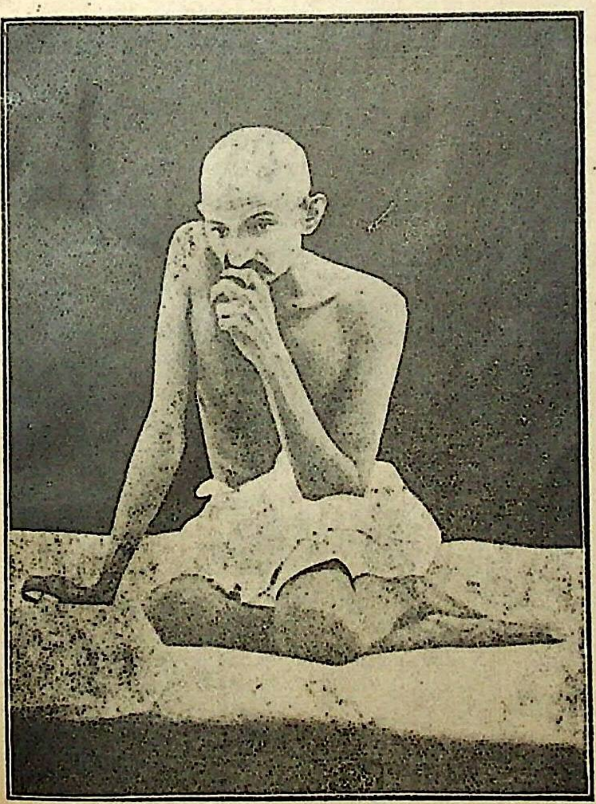

শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত মহাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তাবনা

পরপর যে দুইটি মহাযুদ্ধ হইয়া গেল উহাদিগকে মহাধ্বংসযজ্ঞ বলা যাইতে পারে। সকলের মুখে শুনিতে পাই আবার নাকি আর একটি মহাযুদ্ধ আসিতেছে। সম্ভবতঃ এইটি শেষ যুদ্ধে পরিণত হইবে, কারণ এই যুদ্ধ এত ভীষণ ও মারাত্মক হইবে যে পৃথিবী প্রায় লোকশূন্য হইবে এবং অন্য জীবজন্তুও নিঃশেষ হইবে। স্রষ্টার মনে কি আছে তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। সমস্ত জগৎবাসী জীবজন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে ইহা কি স্রষ্টার ইচ্ছা নয়? অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, গৃহশূন্য হইয়া সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে এবং ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। চারিদিকে অশান্তি, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। প্রতিগৃহে বালক বালিকাদের শিক্ষায় মন নাই, পূজ্যব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান-বোধ নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা যেন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। শান্তিপূর্ণভাবে জীবনধারণ যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। শান্তির অগ্রদূত মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ করিয়া পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্য ও ভালবাসাদ্বারা শান্তি স্থাপন করিয়া রামরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! দুর্দ্দৈববশে তিনিও তিরোহিত হইলেন। তবে কি আমাদের কোন আশা ভরসা নাই?

প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ও বুদ্ধিমান তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। চুরি, ডাকাতি, চোরাবাজার প্রভৃতি সমাজধ্বংসী কুক্রিয়াসকল কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। নচেৎ জীবনধারণ দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে। শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে যেমন একদিকে কঠোর শাসনদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্দ্দান্ত দুষ্ট প্রকৃতি লোকদিগকে দমন করিতে হইবে, আবার অন্যদিকে ভবিষ্যৎ বংশধর ও ভবিষ্যতের আশাভরসাস্থল বালকবালিকাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষকের গুণ বিদ্যমান আছে এবং যাঁহারা কঠোর অন্নবস্ত্রের কষ্টে পড়িয়াও শিক্ষকতা ছাড়েন নাই, এইরূপ সুশিক্ষিত চরিত্রবান লোকের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ লোক যদি বালকবালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তবেই ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে নচেৎ ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে এবং পুনরায় বৈদেশিক আক্রমণকে ডাকিয়া আনবে। আশা করা যায় সেরূপ দুর্দ্দিন আর আসিবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে শ্রীঅরবিন্দ একটি বাণীতে বলিয়াছেন, "জগতের দ্বারে ভারতের আধ্যাত্মিক অবদান পৌঁছে দেবার. কার্য আরম্ভ হ'য়েচে। ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে ভারতের আধ্যাত্মিকতা ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবেশ করচে।"

হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা জানেন ঈশ্বর ও আল্লা ভিন্ন নহেন, বস্তুতঃ একই। যেমন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পৃথক ব্যক্তি নহেন, কিংবা জল ও পানি যেমন পৃথক জিনিষ নয়, একই ব্যক্তির অথবা একই বস্তুর বিভিন্ন নাম মাত্র। ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের স্রষ্টা যদি একই হইলেন তবে তোমরা একই ঈশ্বরের সন্তান হইয়া এত মারামারি কাটাকাটি কর কেন? বৈদেশিক শাসন তাহার কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অনেক কিছু করিয়াছিল। এখন ত আর সে শাসন নাই। এখন ত সে Divide and Rule নাই। তবে আর ঝগড়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ কেন জিয়াইয়া রাখ? "United we stand, divided we fall" বড় মূল্যবান্ কথা। হিন্দু মুসলমান একত্র হইলে ভারত আজ বিশ্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরবারে কতবড় আসন পাইত! যখন ইউরোপীয় বর্ত্তমান অধিবাসিগণ গুহাবাসী অসভ্য জাতি ছিল, তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণ বেদ বেদান্ত রচনা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভূগর্ভে প্রোথিত মহেন-জো-দড়ো আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরূঢ় ছিল। মুসলমানরাও সর্ব্ববিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। আজ সেই হিন্দু মুসলমানের বংশধরগণের কি অধঃপতন। কি পরিবর্ত্তন! একে অন্যের প্রতি অসহিষ্ণু। আকবর বাদশাহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ এবং প্রধান রাজস্বসচিব ছিলেন তোড়রমল্ল। ইহাদের সহায়তায় তিনি প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের শেষ শাসনকর্ত্তা সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যখন মির্জ্জাফর প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী কর্ম্মচারিগণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া লর্ড ক্লাইভের সহিত যোগ দিলেন তখন মোহনলাল প্রভৃতি সিরাজের বিশ্বস্ত হিন্দুকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমানে হিন্দুমুসলমানদিগের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মূল কারণ হইতেছে গত ২০০ শত বৎসরের ইংরাজের ভেদনীতিপূর্ণ শাসন। যে বিষবৃক্ষ তাঁহারা রোপন করিয়া গিয়াছেন তাহা সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশে শান্তি আসিবে না। এস ভাই হিন্দু-মুসলমান, তোমরা দলাদলি এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সস্নেহে পরস্পরকে আলিঙ্গন কর। পরস্পরের মধ্যে বিরোধের যত কারণ আছে তাহা দূর করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে একত্র হও। প্রত্যেকে অপরের ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদ বেদান্ত কোরাণ প্রভৃতি ভক্তির সহিত অধ্যয়ন করিতে শেখ। তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল হইবে। মনের সংকীর্ণতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও গোঁড়ামি দূর হইবে। এ যাবত বৈদেশিক শাসনের নীতি ও প্রভাবে হিন্দুমুসলমান একে অন্তের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পড়িবার সুযোগ সুবিধা পান নাই। এখন সে বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছে। হিন্দুরা যদি মনোযোগের সহিত কোরাণ পড়েন এবং মুসলমানেরা যদি মনোযোগের সহিত গীতা উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ করেন তবে তাঁহাদের মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত হইবে। ঝগড়া বিবাদ জিয়াইয়া রাখিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। পরন্তু প্রত্যেকেরই অধঃপতন হইবে এবং পুনরায় বৈদেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে সে ব্যক্তি কখনও কুকর্ম্ম করিতে পারে না। জ্ঞানের অভাবে যত ঝগড়া বিবাদ এবং মারা-মারি কাটাকাটি হয়। পৃথিবীর অধিবাসী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় যদি পরস্পরের ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মগ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত তবে জাতিতে জাতিতে হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ থামিয়া যাইত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা মনে করে তাহারাই শ্রেষ্ঠ জাতি এবং তাহারাই পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করিবে এবং তাহারাই কেবল বাঁচিয়া থাকার অধিকারী। পৃথিবীর অধিবাসিগণ যতদিন সেবা ও স্বার্থত্যাগ (Service and Renunciation) মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব না করিবে, যতদিন না মহাত্মা গান্ধির প্রচারিত সত্য ও অহিংসা (truth and non-violence) দৃঢ়ভাবে দৈনন্দিন জীবনে মূলমন্ত্ররূপে অবলম্বন করিবে, যতদিন না পরমহংসদেবের প্রচারিত "যত মত, তত পথ" এই অপূর্ব্ব এবং মহান্ উদার মত অবলম্বন করিবে ততদিন বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসাদ্বেষ ও হানাহানি বন্ধ হইবে না।

"শান্তি ও সমন্বয়" নামক এই পুস্তিকাতে সংসারে শান্তিলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। মানসিক শান্তির প্রতিষ্ঠা না হইলে বাহিরে শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিতে পারে না। এজন্য পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমূল্য উপদেশগুলি যাহা শ্রীম পাঁচ খণ্ড কথামৃত নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন তাহা হইতে এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত সার অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং স্থানে স্থানে নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভগবদ্ভক্ত হইতে না পারিলে এবং ঈশ্বরের করুণা না পাইলে কেহই নিজ জীবনে এবং বাহ্যজগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধি জগতে যে এতবড় আসন পাইয়াছিলেন এবং এতবড় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক বল (soul force) যাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর উপাসনা দ্বারা। তিনি এক বক্তৃতা সপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি ও তুমি এই ঘরে বসিয়া আছি ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিত-রূপে আমি বিশ্বাস করি যে ভগবান্ আছেন। আমি জল ও বাতাস ছাড়া বাঁচিতে পারি কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না।" এই পুস্তকে পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" এই উক্তি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে "শান্তি ও সমন্বয়" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধি সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া জগতের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধির পূর্ব্বে পরমহংসদেব পূর্ব্বোক্ত মত প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন ও শান্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মবিরোধ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা পরমহংসদেবের "যত মত তত পথ" এই বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে দূরীভূত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরমহংসদেব প্রচার করিয়া ও নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তুমি স্রষ্টা ঈশ্বরকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে ডাকিতে ইচ্ছা কর ডাক তাহাতে কিছু আসে যায় না। চাই কেবল আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা, চাই কেবল ভক্তি ও বিশ্বাস। ইহা থাকিলে তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, অথবা খৃষ্টান হও—তুমি নিশ্চয় মুক্ত হইবে। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "আন্তরিকভাবে একটি মত আশ্রয় করে থাকলে তাতেই মুক্তি লাভ হবে।" এরূপ উদার মত পরমহংসদেবের পূর্ব্বে কেহ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের "মদীয় আচার্য্যদেব" নামক গ্রন্থ হইতে পরমহংসদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"তিনি জনৈক মুসলমান সাধু পাইয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধন-প্রণালী অনুসারে সাধন করিতে লাগিলেন, তিনি মুসলমানদিগের মত পোষাক পরিতে লাগিলেন, মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুযায়ী সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হইয়া গেলেন। আর তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে তিনি যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন এই সকল সাধন-প্রণালীর অনুষ্ঠান ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি যীশুখ্রীষ্টের সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াও সেই একই ফল লাভ করিলেন। তিনি যে কোন সম্প্রদায় সম্মুখে পাইলেন, তাহাদেরই নিকট গিয়া তাহাদের সাধন-প্রণালী লইয়া সাধন করিলেন, আর তিনি যে কোন সাধন করিতেন, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাকে সেই সেই সম্প্রদায়ের গুরুরা যেরূপ যেরূপ করিতে বলিতেন, তিনি তাহার যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই তিনি একই প্রকার ফল লাভ করিতেন। এইরূপে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একই উদ্দেশ্য—সকলেই সেই একই জিনিষ শিক্ষা দিতেছে—প্রভেদ প্রধানতঃ সাধন-প্রণালীতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও অধিক প্রভেদ ভাষার—ভিতরে সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্মেরই সেই এক উদ্দেশ্য। * * *

মদীয় আচার্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য এই যে জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পরবিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদিগের সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে। আর যতদূর সম্ভব, সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্নভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে, একথা বলা ভুল।"

ধর্ম্মের গোড়ামি হইতে ধর্ম্ম-বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং ধর্ম্মের নামে কত যে অধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, কত হানাহানি, কত রক্তপাত হয় তাহা ইউরোপীয়-দিগের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি। পোপের গোড়ামি হইতে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের উদয় হইল। আবার মেরী ইংলণ্ডের রাণী হইয়া —প্রোটেষ্ট্যাণ্ট-ধর্ম্ম ইংল্যাণ্ড হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। রিড্‌লি, ল্যাটিমার, ক্রানমার, হুপার প্রভৃতি প্রায় তিনশত বিখ্যাত ধর্ম্মযাজককে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়া রাণী মেরী "রক্তপিপাসু মেরী" (Bloody Mary) নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পোপের ইন্‌কুইজিসান (Inquisition) ধর্ম্মসংক্রান্ত আদালতের ক্রিয়াকলাপ স্পেন, ইতালি প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মসংস্থাপনের নামে আসুরিক তাণ্ডবলীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি করিয়াছিল। আবার এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের রাণী হইয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম নির্ম্মূল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইউরোপে ধর্ম্মের নামে কি বীভৎস কাণ্ড হইয়াছে তাহা ইউরোপের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু পরমহংসদেব "যত মত তত পথ" এই অভূতপূর্ব্ব বাণী প্রচার করিয়া সমস্ত জগৎবাসীর মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এইজন্য জগত্ত্রাতা অবতাররূপে নিঃসন্দেহে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই জন্যই তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে অবতারবরিষ্ঠ এই উপাধি দিয়াছিলেন। এমন সময় আসিবে (তাহা বেশী দূরে নয়) যখন সমস্ত জগৎবাসী পরমহংসদেবকে Real saviour (প্রকৃত জগত্ত্রাতা) বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবে এবং তাঁহাকে "ঈশ্বরের প্রেরিত শান্তি দূত বা অবতার বলিয়া পূজা করিবে। পরমহংসদেবের প্রিয় ও প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় সিকাগো Parliament of Religion এ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া সমস্ত আমেরিকাবাসী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল এবং আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্রে হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল, "It is foolishness to send missionaries to such a learned Nation" (এরূপ জ্ঞানী জাতির নিকট ধর্ম্মযাজক পাঠান নির্ব্বুদ্ধিতা)।

সেই বিবেকানন্দ পরমহংসদেব যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা জগৎ বিখ্যাত Romain Rolland তাঁহার "Life of Swami Vivekananda" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই :—

বিবেকানন্দ নিজকে রামকৃষ্ণদেবের গভীর জ্ঞানগর্ভ ভাবধারার বাহক বলিয়া দাবী করিতেন। মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বদাই রামকৃষ্ণদেবের নাম করিতেন। "আমার প্রভু, আমার আদর্শ, আমার নায়ক, আমার প্রাণের দেবতা এই সমস্ত আখ্যা তাঁহাকে প্রদান করিতেন। তিনি নিজকে পরমহংসদেবের বাণী বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং যাবতীয় নূতন ভাবধারার গুণ ও যোগ্যতা অস্বীকার করিয়া নিজকে পরমহংস দেবের বিশ্বস্ত এবং আজ্ঞাবহ ভৃত্য বলিয়া গর্ব্বের সহিত প্রচার করিতেন এবং বলিতেন, "আমি আমার চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যদ্বারা, যাহা কিছু দেশের বা দশের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাতে আমার নিজের কোন দাবী নাই। ইহা সমস্তই তাঁহার। যাহা কিছু দুর্ব্বলতা-সূচক তাহাই আমার। আর যাহা যাহা জীবনানন্দদায়ক, পবিত্র এবং নির্ম্মল তাহা সমস্তই তাঁহার অনুপ্রেরণা বা প্রত্যাদেশপ্রসূত অথবা ইহা তিনি নিজে।"

"ধ্রুব ভারত" হইতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুইটী বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"ভারত, ভুলিও না তুমি ঋষির বংশধর; তোমার ধর্ম্ম ও সমাজ ঋষির হস্তে গঠিত; ঋষির সনাতন অনুশাসনে অনুশাসিত, পরিচালিত; তোমার জীবনের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্য ঋষি-নির্দ্দিষ্ট। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যই তোমার সনাতন আদর্শ, তোমার জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। ঐ আদর্শকে জীবনপণে আঁকড়াইয়া থাক; পড়িয়া গেলেও তোমার বিনাশ নাই, পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ বীর্য্য ও অক্ষয় ওজঃ বিদ্যুৎগতিতে সঞ্চরণ করিতে দাও—ভারত আবার সোণার ভারতে পরিণত হইবে।"

"ভারত পড়িয়াছে সত্য, কালের ব্যবধানে ওরূপ উত্থানপতন জগতের চিরন্তনী রীতি; কিন্তু মনে করিও না ভারত এমনই থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের একটা বিশেষত্ব আছে; আর জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার প্রয়োজনও আছে; ঐ প্রয়োজন যতদিন নিঃশেষিত না হইবে ততদিন ভারত অবিনাশী;—পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিঘ্ন, বিপদরাশিও তার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত আর সুদীর্ঘকাল প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিবে না। ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে, আবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে ভিত্তি করিয়া জগতে আচার্য্যের আসনে উপবেশন করিয়া বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট, স্ব-নির্ব্বাচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে পুনরায় আপনার অলৌকিক মহত্ত্ব ও অমরবীর্য্য প্রকটিত করিবে। পুনরায় ভারতকে কেন্দ্র করিয়া জগতে এক মহত্তর লীলাভিনয়ের সূত্রপাত; এ যুগ মহা-জাগরণের যুগ; এ যুগ মহাসমন্বয়, মহামিলনের যুগ—এ যুগ মহামুক্তির যুগ। যুগে যুগে ভারত মহাসমন্বয় ও মহামিলনের মধ্য দিয়া জগৎকে মহামুক্তির পথে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে। ইহাই তার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব! এই গুরুদায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ব-সভায় আবারও তাহার আহ্বান আসিয়াছে।"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের পর শ্রীঅরবিন্দ যে বাণী পাঠাইয়াছেন তাঁহার একটী অংশ এই :—

"জগতের দ্বারে ভারতের আধ্যাত্মিক অবদান পৌঁছে দেবার কার্য আরম্ভ হ'য়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে ভারতের আধ্যাত্মিকতা ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। এই চারিদিকের ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যেও উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক দৃষ্টি এ আশা নিয়ে এদিকে ফিরেচে—শুধুমাত্র ধর্ম্মমত গ্রহণ তাঁরা করবেন না—তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনপথে পরমাত্মার প্রয়োজনও মিটাবেন।"

আবার তৃতীয় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের আসন্ন ধ্বংসলীলার নিনাদ যখন শ্রুত হইতেছে এবং যখন সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সর্ব্বগ্রাসী সংগ্রামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিপ্ত হইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতেছে এবং বদ্ধপরিকর হইতেছে তখন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী যাহা তিনি এক সময় তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে শুনাইয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবনা পরিসমাপ্ত করা হইল :—

"India is immortal, if she persists in her search for God; but if she goes in for politics and social conflict she will die."

"ভগবৎ অন্বেষণই ভারতের বিশেষত্ব। যতদিন ভারত এই অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিবে ততদিন তাহাকে কেহই বিনষ্ট করিতে পারিবে না। পরন্তু রাজনীতি ও সমাজধ্বংসী বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।"

বিনীত গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর অনুভূতি

প্রত্যেক ব্যক্তির মনে স্বতঃই উঠিতে পারে—ঈশ্বর আছেন তাহার প্রমাণ কি? আমরা চোখে দেখিয়া অথবা সাধারণ অনুভূতি দিয়া পরমেশ্বরের কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পাই না। তথাপি অনেককে ঈশ্বরের কথা বলিতে এবং ঈশ্বরের দোহাই দিতে শুনিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন, "আমি ও তুমি এই ঘরে বসিয়া আছি ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিতরূপে আমি বিশ্বাস করি যে ভগবান আছেন। আমি জল ও বাতাস ছাড়া বাঁচিতে পারি কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "মদীয় আচার্য্যদেব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের অনুসন্ধান করিতাম। আমি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম কোন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাবসানে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "এই যে সব কথা বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাস মাত্র? ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তরে বলিতেন, "এ সকল আমার মত ও বিশ্বাস।" অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে তাঁহারা ধর্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। আমার এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য কৃত একটি শ্লোক মনে পড়িতেছে।

"বাগ্‌বৈখরীশব্দঝরীশাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে॥"

বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি, শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল, পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যভোগের জন্য; উহাদ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্ম্মাচার্য্য কিরূপে হইতে পারে? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সারাজীবন ধরিয়া অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন ?" তিনি উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ"। "মহাশয়, আপনি কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন ?" "হ্যাঁ"। "কি প্রমাণ ?"—"আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতেছি।" আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম্ম সত্য, উহা অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্ত গুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। এ একটা তামাসার কথা নয়, অথবা ইহা মানুষের করা একটা গড়াপেটা জিনিষ নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য।"

বিজ্ঞানের দিক দিয়া আমরা কি দেখিতে পাই ? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বপরিচয় নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েক পংক্তি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—"সৃষ্টিতে রূপ-বৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জলন্ত বাষ্প। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোট ছোট টুকরো ঘন হ'য়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এই বিপুল কণা তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সূর্য আছে এই রকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে। সূর্য মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্র-জগতের একটি মধ্যবিত্ত তারা আমাদের এই সূর্য-তার মতো এমন আরো আছে লক্ষ লক্ষ জগৎ। আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে। আর তার সঙ্গেই ঘুরছে এই নাক্ষত্র চক্রবর্ত্তীর সব তারাই একটি কেন্দ্রের চারিদিকে। সূর্য দৌড়েছে সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে। একটা দানব তারা আছে তার দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাহিরে উধাও হয়ে যায় না। একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া ঘুর্ণিত মহাদৌড়, আর একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহাটান। সবই চলেছে এবং সবাই টান্‌ছে।" এই যে পরস্পর আকর্ষণ এবং ঘুর্ণিত মহাদৌড় ইহার মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার কি কোন হাত নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই, একথা কে বলিতে পারে? দু-একজন ব্যতীত অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং তাঁহারা মনে করেন ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতীত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কখনই চলিতে পারিত না। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির প্রচণ্ডবেগে ঘুর্ণন ও প্রচণ্ডবেগে দৌড়ের মধ্যে মহাশক্তি, মহামায়া ও মহামেধার লীলা দেখিতে পাই। খোলা চোখে আমরা অগণিত নক্ষত্র দেখিতে পাই। বহুকোটি নক্ষত্র জড়ো করা এই সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না। আমাদের নাক্ষত্রজগতে যে সব নক্ষত্র আছে তারা নানা রকমের। কেউ বা সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দেয়, কেউ বা দেয় একশো ভাগ কম। বেটেলজিয়স নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে। তাহার আয়তন এত প্রকাণ্ড যে নিজের দেহের মধ্যে বহুকোটি সূর্যকে যায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে আণ্টারস নামক নক্ষত্র আছে; তাহার আয়তন বেটেলজিয়সের প্রায় দুনো। ইহার ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল। সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ৮ হাজার মাইল। ইহার পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল। ২৪ ঘণ্টায় একবার ইহার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক হয় এবং ইহার বেগ ঘণ্টায় এক হাজার মাইলের উপর। এই প্রচণ্ড বেগে ঘুর্ণিত পৃথিবী আরও অধিকতর প্রচণ্ডবেগে সামনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমরা পৃথিবীর শান্তমূর্ত্তি হইতে এই প্রচণ্ড বেগে ঘুর্ণনের এবং অগ্রসর হওয়ার কোনই ধারণা করিতে পারি না। ইহাই একটি বিশেষত্ব।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বড় এবং বিশাল। অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় চিন্তা করিলে এবং আমাদের জ্ঞান কতটুকু তাহা চিন্তা করিলে বিদ্যার অহঙ্কার জ্ঞানের অহঙ্কার কি থাকিতে পারে? তখন মন নত হইয়া আপনি সেই অনন্তের চরণে ভাঙ্গিয়া পড়ে—ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত উপাসনা। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করা, সম্যক উপলব্ধি করার চেষ্টা—নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপিতে যাওয়ার মত।

"নুনের পুতুল গলে সিন্ধুজলে যথা,
জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে অহং বিন্দু তথা।"

চৈতন্যের আধার সর্ব্বশক্তিমান জ্যোতির্ম্ময় অনাদি কারণকে আমরা ভগবান বা ঈশ্বর বলিয়া থাকি। তিনি অব্যক্ত ভাষায় অথচ পরিস্ফুটরূপে জানাইতেছেন ঃ—

"বায়ুবৎ লিপ্ত নয়, সর্ব্বত্র মহিমাময়,
অখণ্ড চৈতন্য রূপে থাকি।"

* * *

"কেবল চৈতন্য আমি নিত্য নির্ব্বিকার,
জ্যোতিঃ রূপে মহাশক্তি স্ফুরণ আমার।"

—যোগবাশিষ্ঠ

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ আমার করণীয় কিছুই নাই, তথাপি এক মূহূর্ত্তও যদি আমি কর্ম্ম হইতে বিরত হই—তবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইবে। বহু কোটি যুগ ধরিয়া সুশৃঙ্খলভাবে প্রচণ্ড বেগে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও অগণিত তারকারাশি নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহারা কি কোন অন্ধ শক্তি দ্বারা অথবা কোন মহামেধা, মহাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং স্রষ্টার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে তাহা গভীরভাবে চিন্তার বিষয় নয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, এজন্য ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এবং পৃথিবীর গ্লানি দূর করিবার জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে দেখা দেন।

যখন নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত বলিয়া আমাদের অনুভূতি হয়, তখন তাঁহাকে আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম বলি—হরি, রাম, শিব প্রভৃতি বলি। আর যখন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন তখন সগুণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তি দুর্গা, মহাকালী প্রভৃতি বলিয়া আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।

"ব্রহ্মরূপে হও নিষ্ক্রিয় নিরাকার।
কালীরূপে হও সক্রিয় সাকার॥"

নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় শীত ঋতুতে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মের মূর্ত্তি দেখিতে পাই আবার গ্রীষ্ম বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান বজ্রাঘাতে যখন পৃথিবী ধ্বংস হইবার উপক্রম হয় তখন মহাশক্তি মহাকালীর মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি (ঈশ্বর, ঈশ্বরী) যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি।

এই পরব্রহ্মকে কেহ হরি, কেহ আল্লা, কেহ 'গড' বলেন। একই ব্যক্তি কিন্তু বিভিন্ন নামে তাহাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা উপাসনা করেন। এ সম্বন্ধে পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন শ্রীম-কথিত কথামৃত হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কালী আর কেউ নয়, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই। যাকে তুমি ব্রহ্ম বল্‌ছো, তাকেই কালী বল্‌ছি। ব্রহ্ম আর কালী অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাব্‌লে তার দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মান্‌তে হয়। আবার ব্রহ্ম মানলে কালী মান্‌তে হয়। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি। এই আদ্যাশক্তি, আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ফেলে, আর একটিকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিঃকে ভাববার যো নাই। আবার জ্যোতিঃকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় ও আনন্দময়ী, যখন নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের রূপ চিন্তা করি তখন তাঁকে আমরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলে থাকি।" যে মহাশক্তি, মহামেধা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই শক্তিরূপিণী মা দুর্গাকে (বিভিন্ন রূপে মা কালীকে) তাঁহার প্রতীকরূপে আমরা পূজা করে থাকি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি,
মহামোহা ভগবতী মহাদেবী মহেশ্বরী ॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী।

সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রখর তেজ ও প্রচণ্ড গতিতে, উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্র মহাসমুদ্রে এবং ঝড় তুফান বজ্রাঘাতের মধ্যে মহাশক্তির লীলা দেখিতে পাই। একদিকে প্রচণ্ড শক্তি অন্য দিকে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা মহাবিদ্যা মহামেধার পরিচায়ক।

জলকে কেহ পানি, কেহ 'ওয়াটার', কেহ 'একুয়া' বলিতেছেন, কিন্তু জিনিষটি একই। সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায় সেই একই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। অজ্ঞান মানব জ্ঞানের অভাবে পৃথিবীতে কত যে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

"যত মত তত পথ; আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তার কাছে পৌঁছান যায়।"

—পরমহংসদেব।

নৈতিক জীবনের সহিত আধ্যাত্মিক অথবা ঐশ্বরিক শক্তির, যোগাযোগ রক্ষা করা অপরিহার্য্য কিনা এবং ভগবানের কৃপা ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে আমাদের নৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে Prof Blackie বলিয়াছেন—

'A certain school of British moralists from Jeremy

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bentham downwards have set themselves to tabulate a scheme of morals without any reference to religion, which to say the least of it, is a very unnatural sort of divorce, and a plain sign of a certain narrowness and incompleteness in the mental construction of those who advocate such views.

অর্থাৎ জেরেমি বেন্‌থামপ্রমুখ নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে বাদ দিয়া নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এইটি একটি অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ এবং ইহাদ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে এইরূপভাবে যাহারা নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাদের মনের সংকীর্ণতা এবং অপরিপক্কতা দূর হয় নাই। সমস্ত বিশ্বজগৎ আপনা আপনি সৃষ্ট হইয়াছে এবং চালকবিহীন হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হইতেছে ইহা কল্পনা করা অতীব অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত।

Prof. Blackie আরও বলিয়াছেন—"The feeder of all the nobler morality is moral inspiration from within, and the feeder of this fountain is God".

ভাবার্থ—অন্তরের নৈতিক উদ্দীপনাই সকল মহৎগুণের উৎস এবং ভগবানই ঐ উৎসের পোষণকর্ত্তা।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের মতে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করা অসম্ভব। যাঁহাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ হইয়াছে তাঁহারাই কেবল ঈশ্বরকে দেখিতে পান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(উদাহরণ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, গৌরাঙ্গমহাপ্রভু প্রভৃতি)

লর্ড বেকন বলিয়াছেন—"সব রকম অদ্ভুত আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করিতে পারি ; কিন্তু এই বিশ্বের একজন সর্ব্বদর্শী চালক নাই, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না।"

দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন—"এই বিশ্বের পিছনে একটি mysterious (অজ্ঞাত) শক্তি আছে যাহাদ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্টি চলিতেছে।"

এক ভগবানের বিভিন্ন নাম দিয়া ভ্রমান্ধ মানব অজ্ঞানতা-বশতঃ বিরোধ সৃষ্টি করিয়া মারামারি কাটাকাটি করিতেছে।

কেহ হয়ত বলিবেন—"সর্ব্বশক্তিমান ভগবান এ বিরোধ থামিয়ে দেন না কেন ?" ইহার উত্তর অদ্যাপি কেহ দেন নাই। কিন্তু পরমহংসদেব ইহার উত্তর দিয়াছেন।

"এও মহামায়ার লীলা। সকলে যদি মহামায়ার লীলা বুঝতে পারে, তবে ত আর লীলা চলে না। বুড়িবুড়ি খেলা দেখ নাই ? সকলে যদি বুড়ি ছুঁয়ে ফেলে, তবে আর তাঁর লীলাখেলা চলে না।"

"শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
লক্ষের মধ্যে একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।"

"সাপ হয়ে খাই আমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ি,
হাকিম হয়ে হুকুম দেই, পেয়াদা হয়ে মারি।"

তারপর যেখানে আলো আছে, সেখানে অন্ধকারও আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদুঃখ আছে, ভালমন্দ আছে। আত্মাশক্তি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। যে নাম তোমার ভাল লাগে (রাম, হরি, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি অথবা দুর্গা, কালী ইত্যাদি) সেই নাম ধরে তাঁকে ডাকো। তিনি অন্তর্যামী, তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। তোমার ডাকের মধ্যে যদি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা থাকে তবে তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। একটা গানে আছে—

"কারু মাতা, কারু পিতা, কারু সুহৃদ সখা হও।
প্রেমে গলে যে যা বলে তাতে তুমি প্রীত রও॥
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশিদিন।
ভাব করে ডাকলে এস ভাব নাক জ্ঞানহীন॥"

আত্মাশক্তি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, "কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী।" পরমহংসদেব ব্রহ্ম ও কালীকে অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তেতাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁহাকে সে ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

শ্রীম-কথিত কথামৃতের মধ্যে এ বিষয়ে পরমহংসদেবের একটি সুন্দর উপমা বর্ণিত হইয়াছে।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন। যার যা পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও, কারু জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়।"

ছোট শিশুর কথা ফুটিলে প্রথমে তাহার পিতাকে "বা" বলে, পরে "বাবা" বলে। পিতা কি এজন্য কোন সময়ে ছেলেকে কম স্নেহ করেন ?

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই সেই একই ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকিতেছে। এই কথা যখন সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে, তখন বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও আত্মকলহ চিরতরে নির্ব্বাসিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরের গোলযোগ এখনও মিটে নাই। উদার দৃষ্টিতে যখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম্মমত আলোচনা করিবেন এবং পরমহংসদেবের প্রচারিত "যত মত তত পথ" এই অপূর্ব্ব বাণী অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবেন তখনই জগৎবাসীর নিকট প্রকৃত মুক্তির পথ দেখা দিবে। তখনই ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের আদর্শ ও নমস্য হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের প্রচারিত উদার সত্যধর্ম্ম পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্ম গোড়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে—ইহা খাঁটি সত্য ধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি কেহই বলিতেছেন না যে ঈশ্বর নাই। মিল, হারবার্ট স্পেনসার প্রভৃতি সন্দেহবাদী (Agnostic) একদল বিদ্বান লোক বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর নাই একথা কেহ বলেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" পরমহংসদেব, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তগণ বলিয়াছেন, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বটে কিন্তু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তিনি সাকার রূপ এবং অবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা যদি তিনি না পারেন তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কিরূপে বলা চলে ?

"নিগুর্ণ হেয় সো পিতা হামারা, সগুণ হেয় মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দুয়ো পাল্লা ভারি॥"—

তুলসীদাস

ভাবার্থ—যিনি নিগুর্ণ তিনি আমার পিতা, যিনি সগুণ তিনি আমার মাতা, অতএব কাহাকেই বা নিন্দা করি, আর কাহাকেই বা বন্দনা করি। আমার পক্ষে দুই বলবৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কেহ বা সাকার উপাসনার পক্ষপাতী, কেহ বা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক। এজন্য এক মতাবলম্বী উপাসক অন্য মতাবলম্বী উপাসককে ঘৃণা অথবা তাচ্ছিল্য করিলে কেবলমাত্র অজ্ঞতার পরিচয় দিবেন। হিন্দুরা যদি সত্যই পুতুল পূজা করেন তবে সেই পুতুলকে স্থায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে গৃহে রাখিয়া পূজা না করিয়া বিসর্জ্জন করেন কেন? ইহার সদুত্তর কি? যিনি মনে মনে নিরাকার পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তিনিও মনের মধ্যে প্রতিমা গড়িয়া তাঁহার পূজা করেন। এজন্য অন্তর্যামী ভগবান তাঁহাকে কি অধিকতর কৃপা প্রদর্শন করেন? মোটের উপর কথা হইতেছে এই সাকার অথবা নিরাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপাসকের যদি সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাস থাকে এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকে তবে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু প্রাণের দেবতা নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। একটা গানে আছে :—

"একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশিদিন।
ভাব করে ডাকলে এস ভাব নাক জ্ঞানহীন॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসারে শান্তিলাভের উপায়

সুখ ও শান্তি দুটি পৃথক জিনিষ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ভোগে সুখ লাভ হইতে পারে। ভূমি ধান্য ধন প্রভৃতি বিষয় ভোগেও সুখ লাভ হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত জিনিষ শান্তি দিতে পারে না। অসংখ্য দাস-দাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবৃত হইয়া এবং সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া এবং সাত তালা দালানে বাস করিয়াও লোকে শান্তি পায় না। ইহার কারণ কি ?

মনু বলিয়াছেন :—"ন জাতু কাম কামানামুপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

অর্থাৎ কামনার চরিতার্থতা দ্বারা কাম প্রবৃত্তি শান্ত হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন আরও প্রবল হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ উপভোগ দ্বারা কামনা আরও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠে।

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

"মন করো না সুখের আশা
যদি অভয়পদে লবে বাসা।'

জীবনের উদ্দেশ্য সুখ-ভোগ নয়, * শান্তি লাভ, সে শান্তি ভগবানের হাতে। ভগবানের ভক্ত হইতে না পারিলে সংসারে শান্তি নাই। "ভগবান ভক্ত যেন কামারশালের নাই। অনবরত হাতুড়ির ঘা পড়ছে তবু নির্ব্বিকার"—এই কথা পরম-হংসদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন। (কথামৃত) সংসারে থাকিয়া মনের উপর যত আঘাত পড়িবে তাহা সহ্য করার ক্ষমতা যখন হইবে তখন সংসারে থাকিয়াও তুমি মুক্ত।

---

* "এ জীবন নহে শুধু সুখ ভোগ তরে,
কঠিন দারিদ্র্য আছে মাথার উপরে ;
দুঃখ যদি পাই ক্ষতি নাহি তার,
কর্ত্তব্য সাধিতে যেন এ জীবন যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে থাকিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম না করিলে, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। সংসারের যাবতীয় কাজ ভগবানের কাজ বলিয়া প্রাণপণে করিতে হইবে। কর্ম্মফলের আশা না করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি যে কোন কাজ কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু দান কর বা তপস্যা কর তৎ সমুদয়ের ফল আমাতে অর্পণ কর।

মনের অন্ধকার, কামনা-বাসনার ঝড় এবং ষড়রিপুর বিবাদ না ঘুচিলে এবং ভগবানকে ব্যাকুলভাবে না ডাকিলে ভগবানের কৃপাসূর্য্য উঠিবে না। মন পবিত্র করিবার জন্য কঠোর সাধনা আবশ্যক। ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন, ধ্যান ও জপ নিতান্ত আবশ্যক।

"যতক্ষণ কামনা থাকে ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা চিন্তা অশান্তি হ'বেই হবে, বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস

বিষয়ান্বেষী মনকে ভগবদন্বেষী করিতে পারিলে শান্তি-ধামে আরোহণের পথ প্রশস্ত হইবে।

যখন মন নিয়ত যোগসমাধিতে নিমগ্ন থাকিবে, ভগবচ্চিন্তা

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করিবে না, স্থান পাইবে না, তখনই নির্ব্বাণ, তখনই শান্তি।

"শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বঙ্গ।"

"মন হচ্ছে মদমত্ত করী। কেবল ভগবানের ডাঙ্গস একে ফিরাতে পারে। রোগ, শোক, অকস্মাৎ বিপদ এবং দারিদ্র্য—এই চারিটি ডাঙ্গস দ্বারা ভগবান আমাদিগকে সংযত করেন। মদমত্ত হস্তীকে মাহুত যেমন ডাঙ্গস দ্বারা সংযত করে, ঠিক সেইভাবে ভগবান আমাদিগকে সংযত করেন।"

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করিয়া থাকে।" রোগ, শোক, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কিংবা সমুদ্রে ঝড়ে পড়ার ন্যায় অকস্মাৎ বিপদে পড়িলে লোকে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিয়া থাকে। এই সমস্ত বিপদে ফেলিয়া ভগবান আমাদের উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত করিয়া থাকেন। ইহা ভগবানের কার্য্য, ইহা যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে সে ভাগ্যবান। দুঃখকে দুঃখ মনে করিয়া আমরা যত দুঃখ পাই। পক্ষান্তরে ইহা ঈশ্বরের মহাদান মনে করিলে দুঃখের কারণ চলিয়া যায়। প্রথম স্ত্রীবিয়োগ এবং পরে পিতৃবিয়োগ এই দুই ঘটনাতে "উদ্ধতের শিরোমণি" নিমাই পণ্ডিতের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল এবং কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিলেন। চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল—যাহাকে দেখেন তাহাকে বলেন "হরি বল ভাই, হরি বিনে গতি নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে বিরক্তিকর কিছু ঘটিলে কিংবা মানসিক উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলে "মা, আমায় শান্তি দাও, মা, আমায় শান্তি দাও"—কাহাকে কিছু না বলিয়া এই মন্ত্র আন্তরিকভাবে অবিরত জপ করিলে এবং চুপ করিয়া থাকিলে ক্রমে শান্তি আসিবে। সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু "শান্তি" ভগবান নিজ হাতে রখিয়াছেন। একটা গানে আছে:—

"শান্তি-নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল,
সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার কভু হয় হাহাকার।
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্র আলিঙ্গন, কাল তার বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল।
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তি সুখ চাহ যদি সেই আনন্দ ধামে চল।"

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

আত্মার দ্বারা আত্মাকে (বিষয়কূপ হইতে) উদ্ধার করিবে। আত্মাকে অধোগতি করাইবে না। নিম্ন দিকে যাইতে দিবে না, কেননা আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। অজিতাত্মার আত্মা শত্রুবৎ অপকারে প্রবৃত্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥"

যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত উপরত (সর্ব্ববৃত্তিশূন্য ও নিষ্ক্রিয়) হয় এবং যে অবস্থায় আত্মাদ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখিয়া পরিতোষ লাভ হয় (তাহাই যোগশব্দ বাচ্য জানিও)।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥"

যে অবস্থা লাভ করিলে যোগী অন্য কোন লাভ ইহা অপেক্ষা অধিক সুখকর বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় স্থিতিলাভ করিলে মহাদুঃখেও বিচলিত হয়েন না (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে)।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥"

এইরূপে সর্ব্বদা মনকে সমাহিত করিয়া নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী ব্রহ্মানুভবরূপ নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। যে যে-পরিমাণে চিত্তকে জয় করিতে পারিবে এবং মন-করীকে বশে আনিতে পারিবে সে সেই পরিমাণে শান্তি পাইবে। অ-বশীকৃত মনই আমাদের পরম শত্রু। মন-করীকে বশে আনিতে পারিলে মা জগদ্ধাত্রী তাহার উপর আসন গ্রহণ করেন।

To be happy we should make our wants as

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

few as may be. শান্তিলাভ করিতে হইলে আমাদের অভাব যথাসম্ভব কমাইতে হইবে, কারণ—

"Hopes eternal rise in the human breast,
Man never is, but always to be blessed."

কামনা বাসনার অন্ত নাই। একটি পূরণ হইতে না হইতে আর একটি কামনা মনে উদিত হয়।

এমতাবস্থায় শান্তিলাভের জন্য সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বলিতেছেন—"যোগং কুরু যোগেন হি প্রাপ্স্যসি চিরসম্পদং" অর্থাৎ যোগাভ্যাস করো। এই যোগের দ্বারাই চিরসম্পদ লাভ করিবে। এই যোগ জিনিষটি কি?

উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত এবং বিষয়বিমুক্ত করিয়া ভগবচ্চরণে নিবদ্ধ করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মার যে মিলন তাহাকেই যোগ বলে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিষয়ান্বেষী মনকে দৃঢ়তাসহকারে গুটাইয়া আনিয়া ভগবচ্চরণে নিবদ্ধ করিতে পারিলে যোগের অবস্থা আসে। এইরূপ করিতে করিতে অভ্যস্ত হইলে দুর্দ্দান্ত মন ক্রমশঃ বশে আসিবে এবং ভগবানের কৃপা অনুভব করা যাইবে। এইরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার যে মিলন এবং ইহাতে যে আনন্দ তাহার বিরাম নাই।

"তাহাদের হবে ভবে ব্রহ্ম দরশন
পরমাত্মা জীবাত্মায় যুগল মিলন।"

মুনি-ঋষিগণ পর্ব্বতগুহাবাসী হইয়া এবং সর্ব্বদা যোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া সেই চিরসুন্দর সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিতেন এবং পরম শান্তি লাভ করিতেন। সংসারে থাকিয়া সে শান্তিলাভ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

মায়ার বন্ধন ছিন্ন না করিতে পারিলে কখনও শান্তি লাভ করা যায় না। দুর্দ্দান্ত অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র ছেলে পিতামাতাকে ভিটা ছাড়া করিয়া দিতেছে তবুও পিতামাতা মায়া ত্যাগ করিতে পারেন না। আমার ছেলে, আমার বাড়ী এই যে 'আমার' 'আমার' ভাবটাই যত অনিষ্টের মূল। এই আমিত্ব ভাব গেলেই লোক মুক্ত।

"আমার আমার বলে ভ্রান্তি হল কেন ;
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।'

* * *

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"

নানাপ্রকার মতবাদে বিভ্রান্ত মনকে বিষয়-চিন্তা হইতে বিমুক্ত করিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় যোগসমাধি-মগ্ন করিতে পারিলে প্রকৃত শান্তি আসিবে।

"সব ত্যাগ করে কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি এরই নাম যোগ"—পরমহংসদেব।

যখন মন নিয়ত যোগসমাধিতে নিমগ্ন থাকিবে—সাংসারিক কোন বিষয় মনোমধ্যে প্রবেশ করিবে না—একমাত্র প্রাণারাম অন্তর্যামী সেই নির্ম্মল হৃদাকাশে আসীন থাকিয়া পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শশধরের ন্যায় শান্তিসুধা বর্ষণ করিবেন তখনই ব্রহ্মনির্ব্বাণ, তখনই পূর্ণ শান্তি।

"হাতে কাজ করো, মুখে হরি বলো"—সংসারের যাবতীয় কাজ এইভাবে করিয়া অবসর মত নির্জ্জনে ব্যাকুলভাবে অন্তর্যামী ভগবানের আন্তরিক উপাসনায় রত থাকিলে ক্রমে শান্তি আসিবে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।"—গীতা

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, যিনি মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কারশূন্য তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। কামচিন্তা বা বিষয়চিন্তাকলুষিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত ও বশীভূত করিয়া যোগ-সমাধি লাভ করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ এবং শান্তিলাভ হইবে।

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
সশান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।"—গীতা

ভাবার্থঃ—বহু নদনদী হইতে আগত জলরাশি যেমন ধীর স্থির সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের কোন বিকার বা বিক্ষোভ ঘটাইতে পারে না, সেইরূপ বিষয়ভোগে যিনি অন্তর্দৃষ্টিপ্রভাবে অবিচলিত এবং বিষয়ভোগ যাহার জীবনের উদ্দেশ্য নয় সেই ব্যক্তিই শান্তি ও মোক্ষ লাভ করেন। ভোগকামনাশীল ব্যক্তি কখনও শান্তি পায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন যখন সম্পূর্ণরূপে কামনা বাসনা ও বিষয়চিন্তাবর্জ্জিত, মায়া এবং মোহের শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত, সম্পূর্ণরূপে আত্মার অধীন এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নহে, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধীরস্থির এবং যোগ-সমাধি অবস্থায় অবস্থান করিবে, তখনই পরমাত্মা পূর্ণ শশধরের ন্যায় হৃদ্‌গগনে শান্তিবারি বর্ষণ করিবেন। তখনই ব্রহ্মনির্ব্বাণ এবং তখন সাধক বলিতে সক্ষম হইবেন—

"তুমি প্রাণারাম,—

হৃদয় নিভৃত মাঝে তব মুখ সদা রাজে,
জীবনে আনন্দধারা বহে অবিরাম ;"

সরল উদার কর্ম্মঠ স্বার্থত্যাগী এবং বিশ্বপ্রেমিক ব্যক্তি সর্ব্বদা শান্তিসুধা উপভোগ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অলস অসৎ স্বার্থান্ধ ব্যক্তি নিজের স্বার্থ নষ্ট করিয়া সংসারকে মরুভূমি করিয়া তোলে। নিজের জীবনে শান্তি পায় না, পরন্তু আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর শান্তি নষ্ট করে।

"দুষ্টলোক বা দুষ্ট স্ত্রী পুত্র যেন তোমার শান্তি নষ্ট না করে—মনে করবে ভগবান এই সবরূপ ধারণ করে তোমাদের পরীক্ষা করছেন, তোমাকে ছলনা করছেন।"

"তুলসী জগৎমে আইয়ে সব্‌সে মিলিয়া ধায়,
না জানে কৌন্ ভেক্‌সে নারায়ণ মিল যায়।"

—তুলসীদাস

তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া চলিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ ইহা জানেন না যে নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কোন্ বেশে দর্শন দিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মসংযম ও কর্ম্মযোগ

পরমহংসদেবের উপদেশ ঃ—সহ্য গুণের চেয়ে আর গুণ নাই ; যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ পায়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটি—শ, ষ, স।

চীন দেশের একজন সম্রাট্ তাঁহার রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে আশি বৎসর বয়স্ক সম্ভ্রান্ত একজন প্রজার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকগুলি পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, শ্যালক, পিসতুত ও মাসতুত ভাই, ভগ্নি এবং তাহাদের ছেলে মেয়ে লইয়া শান্তির সহিত বাস করিতেছেন। এতবড় বৃহৎ পরিবার কিরূপে একত্রে শান্তিতে বাস করিতেছে সম্রাট্ এই প্রশ্ন করায় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক একখানা খড়ি লইয়া মেজেতে লিখিলেন ঃ—

সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা।

গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিসের পত্নী ঝাণ্টেপি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত কলহপ্রিয় রমণী ছিলেন। বিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে স্বামীর সহিত সর্ব্বদাই ঝগড়া করিতেন। কিন্তু সক্রেটিস সহ্য করিতেন এবং কোন প্রকার প্রত্যুত্তর দিতেন না। একদিন এইপ্রকার ঘটনার পর সক্রেটিস ঘরের বারান্দায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময় ঝাণ্টেপি গৃহের ছাদে যাইয়া কতকটা গোবরজল সক্রেটিসের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া কয়েক ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহাত্মা সক্রেটিস উত্তর করিলেন, "এত বড় তর্জ্জন গর্জ্জনের পর বর্ষণ ত কিছু হওয়া চাই, তাই এই বর্ষণ হইল"।

মনের উপর যত আঘাত পড়িবে তাহা সহ্য করার ক্ষমতা যখন হইবে তখন সংসারে থাকিয়াও তুমি মুক্ত। এই ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা করিয়া মদমত্ত করীর ন্যায় মনকে সংযত ও বশীভূত করিতে হইবে। যাহার সহ্গুণ নাই তাহার পক্ষে সংসারে থাকা শাস্তি বিশেষ। এই সহ্য করার ক্ষমতা লাভের জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বর আরাধনা, মহাপুরুষগণের বাণী ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আবশ্যক।

মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।"

সকলে যদি মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে তবে সংসার কিরূপে চলিবে? মহাজ্ঞানী শঙ্করের উদ্দেশ্য ইহা নয়। মন হইতে সংসারীভাব ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেবের উপদেশ—"নৌকা জলে থাকে তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা'হলে নৌকা ডুবে যাবে। সংসারে থাকো তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু মনোমধ্যে যেন সর্ব্বদা সংসারীভাব না থাকে।"

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥"

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মোহবর্জ্জিত, তিনি প্রিয়বস্তুলাভেও হৃষ্ট হন না, অপ্রিয়সমাগমেও উদ্বিগ্ন হন না।

বাহ্য-জগতে ঝড়-তুফান উঠিলে অশান্তির কারণ হয়। মনোমধ্যে কামক্রোধ শোক প্রভৃতি-জনিত ঝড় উঠিলে দ্বিগুণ অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়। সেই ঝড় থামাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চোখের জলে ভগবানের শরণ লইতে হয় এবং অবিরত বলিতে হয়, "হে প্রভু জগন্নাথ, আমার অবোধ, উদ্ধত দুর্দ্দান্ত দুর্দ্দমনীয় বিষয়চিন্তাকলুষিত মনকে সংযত কর এবং আমাকে শান্তি দাও।"

চিত্তবিক্ষোভ ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার গভীর মিলনই একমাত্র শান্তির উৎস।

Napolean's victory is no victory. The mightiest conqueror is he who has conquered his own passions.

নেপোলিয়নের জয়লাভকে প্রকৃত জয়লাভ বলা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি নিজের অসৎ প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারিয়াছেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় যোদ্ধা।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন :—"মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তাঁরই হৃদয়ে মা জগদ্ধাত্রী উদয় হন।"

আমাদের অসংযত মনকে মদমত্ত হস্তীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। মদমত্ত বন্য হস্তীকে মাহুত যেমন করিয়া পোষ মানায় তেমনি অভ্যাস দ্বারা আমাদের অসংযত মনকে বশে আনিতে হইবে। মনের অশুভ প্রকৃতিনিচয় (Evil propensities) দূর করিয়া মায়ের আসন পাতিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী কাপুরুষ। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মক্ষয় করাই প্রকৃত পুরুষার্থ।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥"

হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিতে সক্ষম না হও তবে অভ্যাসযোগদ্বারা আমাকে পাইবার জন্য যত্নবান হও।

"Habit is the second nature"—অতীব কঠিন কার্য্যও দৃঢ় সংকল্প, চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতু র্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥"

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে যেন তোমার স্পৃহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা অধিকার না থাকে। কর্ম্ম ত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ :—পিতামাতার কর্ত্তব্য সন্তান প্রতিপালন করা ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করা, তাহাদিগকে উপায়ক্ষম করা। ছেলে বড় হইয়া চাকরি করিয়া খাওয়াইবে এই আশা করিয়া যেন কোন পিতামাতা সন্তান প্রতিপালন না করেন। ছেলে বড় হইয়া মা বাপকে প্রতিপালন করিতে পারে অথবা নাও করিতে পারে। কিন্তু এইসব চিন্তা করিয়া পিতামাতা কি সন্তান প্রতিপালন করিতে বিরত থাকিবেন? না, তাহা কখনই না। সেইরূপ সংসারের যাবতীয় করণীয় কার্য্য করিতে হইবে। ফলের বিষয় চিন্তা কখন করা উচিত নয়। ফল ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। As if always before the Task-master's eye doing work for His glory, not keeping anything for self.

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥"

যে কার্য্য করিবে, যাহা আহার করিবে, যে যজ্ঞ করিবে কিংবা যাহা দান করিবে কিংবা যে তপস্যা করিবে, সমস্তেরই ফল আমাতে অর্পণ করিবে।

ব্যাখ্যা :—ছেলে যাহা রোজগার করে তাহা সমস্তই যদি বাপের কাছে আনিয়া দেয় তবে সেই ছেলের অর্থের অপব্যয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। পরন্তু পিতামাতা খুসি থাকেন। সেইরূপ আমরা যদি আমাদের যাবতীয় সুকর্ম্মের ফলাফল আমাদের পরম পিতা ভগবানের হস্তে সমর্পণ করি তাহা হইলে কর্ম্মফল ক্ষয়ের পর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, পরন্তু ভগবান খুসি থাকেন।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত এবং বিষয়ান্বেষী মন সংসারের ঝড়-তুফান অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সংযত হইলে এবং শান্ত হইলে ভগবান হৃদাসন অধিকার করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চঞ্চল মন বাতাসের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে চায় এবং রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয় অন্বেষণ করিতে চায়। এই বিষয়ান্বেষী মনকে সংযত ও বিষয়বিমুক্ত করার ক্ষমতা হইলেই তুমি মুক্ত।

মনকে সংযত করিবার জন্য—

"তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোরে
অন্ধকার ঘুচায়ে,
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে যাও মোরে
মত্ত বাসনা নিভায়ে।"

এই মন্ত্র অবিরত চোখের জলে জপ করিতে হইবে। চোখের জলে মনের ময়লা ধুইয়া মনকে পবিত্র করিতে হইবে। ছোট ছেলে হারাইয়া গেলে মায়ের প্রাণ যেমন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে, ঈশ্বর অদর্শনে সেইরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদিলে তিনি দেখা দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকৃত কতকগুলি প্রশ্ন ও তাহার সমাধান নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

প্রশ্ন	উত্তর
১। অলঙ্কার অপেক্ষা অলঙ্কার কি ?	...সৎ স্বভাব।
২। বিষয় হইতে বিষ কি ?	...বিষয় সম্পত্তি।
৩। সকলের প্রিয় কে ?	...বিনয়ী।
৪। পশু কে ? ...	...মুর্খ যে।
৫। কাহার কাহার সহিত একত্র বাস করিবে না ?	...মুর্খ, পাপী, খল, ও নীচ ব্যক্তির সহিত।
৬। মিত্র হইয়াও শত্রু কে ?	...কুপুত্র।
৭। অহর্নিশি কি চিন্তা করিবে ?	...আত্মোন্নতি।
৮। সর্ব্বদা অসুস্থ কে ?	...ঋণগ্রস্ত যে।
৯। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি ?	...ধন, যৌবন, জীবন।
১০। সংসারে ধন্য কে ?	...পরোপকারী।
১১। দরিদ্র কে ?	...আশার অবধি নাই যার।
১২। মৃত্যু কি ?	...আপনার অকীর্ত্তি।
১৩। বন্ধু কে ?	...১। বিপদে সহায় যে। ২। যথার্থবাদী
১৪। শান্তি লাভের উপায় কি ?	...অশুভ প্রবৃত্তি দমন ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়-সুখের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী এবং আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ হয়।

"সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে যেন ইন্দ্রিয় সুখে মন না যায়"—

—পরমহংসদেব

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।"—গীতা—

ইন্দ্রিয় সংস্পর্শে যে আনন্দ তাহা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সুখ অন্বেষণ করেন না।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"God's grace never descends upon a man who is a slave to lust"

"ভোগ-বিলাসে রত ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের কৃপা কখন বর্ষিত হয় না।"

'Sensuality will destroy the taste for higher pleasures, which, though less seductive and intensive, are far more salubrious and permanent as they are pure."——Lord Chesterfield.

ভাবার্থ—উগ্র চিত্ত-বিমোহনকারী ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের দ্বারা মনের স্থায়ী স্বাস্থ্যের অনুকূল পবিত্র শান্তি-সুখ বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করিতে গেলে মনের পবিত্র শান্তি নষ্ট হইবে।

"রেত নির্গমনে ভক্তি ও সমুদায় ভাব নষ্ট হইয়া যায়। দ্বাদশ বৎসর ধৈর্য্যরেতা হইতে পারিলে "মেধা" নামে একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়ী জন্মে। এই মেধা নাড়ী জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়”—পরমহংসদেব।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের “ভক্তিযোগ” নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ দুইটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে :—

Dr. Nichol says, “The suspension of the use of the generative organ is attended with a noble increase of bodily and mental vigour and spiritual life.”

Dr. Louis says, “Nature finds use for the semen in building of a keener brain and more vital and enduring nerves and muscles”

ভাবার্থ—শুক্রক্ষয় নিবারণে শারীরিক মানসিক তেজবীর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। মস্তিষ্ক শক্তিশালী এবং স্নায়ু ও মাংসপেশী সবল ও দৃঢ় হয়।

“মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ”

বীর্যপাতে মৃত্যু এবং বীর্য্য ধারণে জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়। বীর্য্যক্ষয়ে অকালমৃত্যু হয়। বীর্য্যধারণে লোক দীর্ঘায়ু হয়।

“When the conflict between sex hunger and spiritual hunger will cease, and spiritual hunger will get the better of sex hunger, then and not till then will salvation come”

ভাবার্থ—কাম প্রবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধার মধ্যে লড়াই বাধার পর যখন আধ্যাত্মিক ক্ষুধা প্রবল হইয়া কাম তৃষ্ণাকে পরাভূত করিবে তখনই প্রকৃত শান্তি দেখা দিবে।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে,
তব চরণামৃত পান পিপাসিত,
নাহি চাহি ধনজন মানে।"

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর একহাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জ্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে"—পরমহংসদেব।

যখন কাজ করিবে, তখন ইহা ঈশ্বরের কাজ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে করিবে। ফলের বাসনা না করিয়া, ইহার যা কিছু ফললাভ সমস্তই ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিবে।

"ঈশ্বর লাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা চাই। ভাবের ঘরে চুরি থাকলে তাঁকে পাবে না।"—পরমহংসদেব।

ঈশ্বর উপাসনায় বসে যদি মনে কোনরূপ সংসার চিন্তা আসে তাহা দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিতে হইবে।

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥
প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥—গীতা

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব অস্থির হইয়া উহা যে যে বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে। এইরূপ যোগসিদ্ধপুরুষ চিত্তবিক্ষোভকারক রজোগুণবিহীন এবং তমোগুণবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ঈদৃশ প্রশান্তচিত্ত যোগীকে নির্ম্মল সমাধিসুখ আশ্রয় করে।

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥"—কবি কালিদাস

চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাহাদের চিত্ত চঞ্চল হয় না তাহারাই প্রকৃত ধীর (এবং মুনিপদবাচ্য)। মনটা সর্ব্বদা বাতাসের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে চায়। তাহাকে সংযত ও বশীভূত করিয়া ভগবচ্চরণে নিবদ্ধ করিতে পারিলে প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হইবে।

অশান্ত মনকে শান্তিনিকেতন ভগবানের পাদপদ্মে নিবদ্ধ করিতে না পারিলে জপতপ উপাসনা বৃথা।

"ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পারিলে আর ভন্‌ভন্‌ করে না।"—পরমহংসদেব।

"জল নড়তে থাকলে তার উপর প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে না। সেইরূপ অস্থির ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনেতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। মন স্থির না হ'লে যোগ হয় না। সংসাররূপ হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তবে যোগের অবস্থা হয়ে যায়"—পরমহংসদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাপ্রকার মতবাদে বিভ্রান্ত মন যখন বিষয়চিন্তা বিমুক্ত এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা যোগসমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখনই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হইবে।

যখন মনের বাহিরের দরজায় কপাট পড়িবে, মন যখন এদিক ওদিক ছুটিবে না এবং ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিবে তখনই প্রকৃত যোগের অবস্থা হইবে।

বৃক্ষ যদি জোরের সহিত শিকড় দ্বারা মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তবে তাহাকে ঝড়ে ফেলিতে পারে না। সেইরূপ আমরা যদি সমগ্র ও একাগ্র মনের দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি তবে আমাদের পতন হয় না। দৃঢ়সংকল্প ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

"মহান পুরুষকার, প্রযত্ন করিয়া সার,
বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লভিল।
কেবল পৌরুষবলে, আমরাও ক্ষিতিতলে,
হইয়াছি মুনিঋষি সর্ব্বদুঃখ নাশিয়া।" *

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

"অশুভেষু সমাবিষ্টং সুভেষ্বেবাবতারয়,
স্বমনঃ পুরুষার্থেন বনেন বলিনাং বরঃ।"—যোগবাশিষ্ঠ

হে বলীশ্রেষ্ঠ (রামচন্দ্র) অশুভ বিষয়ে সমাবিষ্ট তোমার মনকে বল ও পৌরুষ দ্বারা শুভ-বিষয়ে আনয়ন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"Our worst foes are the wicked desires of our own heart"—আমাদের মনের দুষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়ই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। আমাদের মনে যেন সর্ব্বদা দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। গীতার গান্ধিভাষ্যে বলা হইয়াছে যে ভগবান অর্জ্জুনকে যে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন তাহা আর কিছু নয়। আমাদের মনের স্বার্থপ্রণোদিত অশুভ প্রবৃত্তিনিচয় ধ্বংস করিতে বলিতেছেন।

"মন যদি যথা তথা সদা করে গতি,
বৃথা তবে মুনি নাম নির্জ্জনে বসতি।
যে গৃহীর বিভুপদে মতি সদা রয়,
প্রকৃত নির্জ্জন বাসী মুনি সে নিশ্চয়।
এ সংসারে যে মানব অনাসক্ত মন,
ভবন তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ তপোবন।"

দুর্গম গিরিশৃঙ্গের উপরে ভিন্ন তপস্যা ও ঈশ্বর আরাধনা সম্ভব নয়, এই ধারণা আমাদের দেশে বহুদিন হইতে বদ্ধমুল ছিল। পরমহংসদেব উপদেশদ্বারা এবং নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বর আরাধনা করা যাইতে পারে। পরমহংসদেব তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে পাঁকাল মাছের মত থাকিয়া সংসার করিতে বলিতেন। পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি সংসারের মধ্যে বাস করিয়া সাধনা করিতে পারেন, তিনি ঠিক বীর সাধক। বীর পুরুষ যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথায় বোঝা লইয়া আবার অন্যদিকে তাকাইতে পারে, অন্যের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, আনন্দ করিতে পারে, সেইরূপ বীরসাধক সংসারের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ভগবানের দিকে চাহিতে পারে, ভগবানকে লইয়া আনন্দ করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধি ঠিক এই আদর্শ অনুযায়ী চলিয়াছিলেন।

"Our passions like the winds are not easy of control. To subdue them we have to wage life long struggle."

—Prof. Blackie.

আমাদের মনের হীন প্রবৃত্তিগুলি বাতাসের ন্যায় চঞ্চল। এইগুলিকে বশে আনিতে আমাদিগকে সারা জীবন লড়াই করিতে হয়। গিরিশৃঙ্গের উপর আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন হইতে পারিলে এ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত সৈনিকের পক্ষে—কেল্লার মধ্যে থাকিয়া লড়াই করাই অধিকতর সুবিধাজনক। পরমহংসদেব কেল্লার মধ্যে থাকিয়া সকলকে লড়াই করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়—শ্রীভগবানের আদেশ এই :—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্ কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"

কর্ম্মত্যাগ না করিয়া তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার বাঁচিয়া থাকাও কঠিন হইবে। দশজনের মধ্যে থাকিয়া আদর্শ জীবন যাপন করা, দশজনকে সাহায্য করা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং নিজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করাকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠ আশ্রমম্।"

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

"In this world's broad field of battle,
In the bivouac of life,
Be not dumb driven cattle,
But be a hero in the strife."

—Psalm of life.

"সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধকর প্রাণপণে
ভয়ে ভীত হওনা মানব।
যুদ্ধ কর বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

—কবি হেমচন্দ্র।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মানো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

—গীতা।

তুমি তোমার নিজের চেষ্টাদ্বারা নিজেকে উদ্ধার করিবে, কখনও অবসাদগ্রস্ত হইবে না। তুমিই তোমার বন্ধু এবং তুমিই তোমার নিজের শত্রু জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন "আমরা মুনিঋষিগণ পুরুষকার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিয়া অমর হইয়াছি।"

প্রহ্লাদচরিতে প্রহ্লাদ বলিতেছেন :—

"কঃ কেন হন্যতে জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মাহ্যসৎ সাধু সমাচরণ্॥"

কে কাহাকে হত্যা করে, কেই বা কাহাকে রক্ষা করে? নিজের আত্মাই সাধু কিংবা অসাধু আচরণ করিয়া নিজেকে রক্ষা অথবা হত্যা করে।

"You are the creator of your own destiny."

"তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্ম্মাতা"—বিবেকানন্দ।

"দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি"—দৈব অনুগ্রহে আমরা পাইয়া থাকি একথা কেবলমাত্র কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে।

"By your own efforts you can make a heaven of hell"—আপ্রাণ চেষ্টা দ্বারা তুমি নরককে স্বর্গে পরিণত করিতে পার। চাই দৃঢ় স্বংকল্প, চাই কঠোর সাধনা। কঠোর সাধনাই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

Never be afraid of work"—কখনও কাজের ভয় করিবে না।

The idle man says "There is lion on the way."

—Tennyson.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ও পথে যেওনা, জুজুর ভয়"—এ কথা কুড়ে লোকেরাই বলে।

"Do you find a man industrious? He will stand before kings"—Benjamin Franklin.

পরিশ্রমী লোকেরা রাজার সম্মুখে দাঁড়াইবার অধিকার পাইবে।

"Go thou sluggard to the ant, learn her ways, and be wise"—The Bible.

জীবিকা আহরণের জন্য পিপীলিকারা দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মত তুমি ক্ষিপ্রতার সহিত নিজ করণীয় কাজ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্ত জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়॥"—গীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ভরতর্ষভ, হে অর্জ্জুন, যে সকল সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন তাহারা চতুর্ব্বিধ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তিনি সতত আমাতেই যুক্তচিত্ত এবং একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

"বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপ বৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে কেবল ছিল **একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প।** তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোট ছোট টুকরো ঘন হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এই বিপুল-সংখ্যক কণা তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলেছে। আমাদের সূর্য আছে এই রকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে।" আমাদের এই সূর্য একটি মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত যে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখিতে পাই ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য। কোনটি আমাদের সূর্য অপেক্ষা লক্ষ অথবা হাজার গুণ বড় আবার কোনটি বা ছোট। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে কী বিপুল শূন্যতার মধ্যে বিশ্ব ভাসিতেছে। আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত নক্ষত্রমণ্ডলীকে একটি নক্ষত্র জগৎ বলা যাইতে পারে, এইরূপ চক্ষুর অগোচর লক্ষ লক্ষ জগৎ বিদ্যমান যাহার নক্ষত্রপুঞ্জ অতি দূরে দূরে বিদ্যুৎবেগে চলা ফেরা করিতেছে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিতেছে। আলো চলে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। কোন কোন নক্ষত্র এতদূরে আছে যে তাহার আলো সৃষ্টির প্রথম হইতে অদ্যাপি আমাদের কাছে পৌঁছায় নাই। ইহা কবির কল্পনা নয়, বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মত। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, ২৫০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র প্রচণ্ডবেগে ঘুরিত ঘুরিত সূর্যের কাছে আসিয়াছিল। তখন পরস্পরের আকর্ষণে সূর্য এবং আগন্তুক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ডবেগে উথলিয়া উঠিয়াছিল অগ্নিবাষ্পের ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে ছিঁড়িয়া বাহির হইল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়ত ইহাদের কতকগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া থাকিবে, বাকিগুলি সূর্যের প্রবল টানে তখন হইতে ঘুরিতে লাগিল সূর্যের চারিদিকে। তেজ ছড়াইয়া দিয়া এরা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইল। সেই ছোটো বড়ো জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরাগুলি হইতেই গ্রহদের উৎপত্তি। পৃথিবী তাহাদের মধ্যে একটি। পৃথিবীর যে উপাদান মাটি ধাতু পাথরে শক্ত তাহাদের সমস্তই সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপে আছে গ্যাসের অবস্থায়।*

অগণিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ডবেগে ঘুর্ণন এবং প্রচণ্ডবেগে দৌড়ের মধ্যে মহাশক্তি মহামায়ার এবং মহামেধার লীলা দেখিতে পাই। এটা একটা অন্ধ শক্তি

---

* এই সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস পূজ্যপাদ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব পরিচয় নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(blind force) নয়, একথা জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন।

"কেবল চৈতন্য তিনি নিত্য নির্ব্বিকার।
জ্যোতিঃ রূপে মহাশক্তি স্ফুরণ তাহার॥"
—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "God is Great energising Reason."

সমস্ত সৃষ্টি বৈচিত্র্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে কেবলমাত্র মহাজ্যোতিঃ, মহাশক্তি ও মহাচৈতন্য বিদ্যমান ছিল। ইহা সকল দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

এক অনাদি অনন্ত অজ্ঞাত মহাশক্তি হইতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগৎ সৃষ্টি। সেই মহাশক্তি মহামায়া মাতৃরূপে সমস্ত জীবজন্তুকে রক্ষা করিতেছেন ইহা জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং সেই মহামায়াকে আমরা জগদ্ধাত্রী শ্রীদুর্গার চিন্ময়রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিয়া থাকি। মাটির পুতুলকে আমরা পূজা করি না। মাটির পুতুল যদি ঈশ্বরী হন তবে তিন দিন পরে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করি কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কি?

চণ্ডীতে আছে:—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি।
মহামোহা ভগবতী মহাদেবী মহেশ্বরী॥"

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে কেহ অনন্ত ব্রহ্ম কেহ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশক্তি বলিয়া পূজা করেন। কেহ বা God, কেহ আল্লা, কেহ হরি, কেহ বা মহাশক্তি বা কালী বলিয়া পুজা করেন।

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি।

"ব্রহ্মরূপে হও নিষ্ক্রিয় নিরাকার।
কালীরূপে হও সক্রিয় সাকার॥"

হে মহাশক্তি মহামায়া, তোমার কৃপা ব্যতীত তোমার প্রচণ্ড গতি, অনন্ত লীলা, অসীম মহিমা ক্ষুদ্র মানব কিরূপে উপলব্ধি করিবে?

জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন:—

"তুমি অন্তহীন বিরাট এ নিখিলব্যাপী অচ্যুত অক্ষর।
আমি ধুলি কণিকা ক্ষুদ্র দীন নগণ্য তুচ্ছ বিনশ্বর॥"

২৫০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবী বাহির হইয়া আসে সূর্য্য হইতে একটি অগ্নিকুণ্ডরূপে। তাহাই ক্রমে তেজ ছড়াইয়া দিয়া আজ এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা রূপে বহু কোটি জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ। যে মহাশক্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে এবং যে মহামায়া মাতৃরূপে সমস্ত জীবজন্তুকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহারই রূপ কল্পনা করিয়া দুর্গা বা কালী মূর্ত্তি গড়িয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি। সেই মহাশক্তিই আবার সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। পৃথিবীর বয়স ২৫০ কোটি বৎসর। ইহার সহিত তুলনায় ১০০ বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই নয়। পৃথিবী এখন অসংখ্য জীবজন্তুতে পূর্ণ। এই ১০০ শত বৎসরের মধ্যে এই জীবজন্তুর একটিও থাকিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যেমন কীটপতঙ্গ হুহু রবে প্রবেশ করিয়া ধ্বংস হয়, ঠিক সেইরূপ সমস্ত জীবজন্তু কালের করাল বদনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। আবার হুহু রবে জীবজন্তু বাহির হইয়া আসিতেছে। মহামায়া মাতৃরূপে তাহাদিগকে আবার রক্ষা করিতেছেন, সৃষ্টি ও লয় সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা তাঁহার চোখের সম্মুখে দেখিতেছেন।

দিবারাত্রি এই বিশাল পৃথিবী পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র মহাসমুদ্র লইয়া প্রচণ্ড বেগে কক্ষের উপর ঘুরপাক খাইতেছে এবং প্রচণ্ডবেগে সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। ইহা জ্ঞানীব্যক্তি তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইতেছেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ এখানে। ২৫০ কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্য্য তাপ বিকীরণ করিয়া আমাদিগকে গাছ পালা জীবজন্তুদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং পৃথিবীকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহা কি একটা mere accident (আকস্মিক ঘটনা)? কোন্ নাস্তিক এইরূপ বলিতে সাহস করিবে? চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র প্রচণ্ডবেগে নিজ নিজ মেরুদণ্ডের উপর এবং নিজ নিজ কক্ষ পথে ধাবিত হইতেছে এবং পরস্পরকে আকর্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা বিপথে চালিত হইতে দিতেছে না। আমরাও সেইরূপ নিয়ত কর্ম্মরত থাকিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিব ইহাই আমাদের স্রষ্টার অভিপ্রায় নয় কি ?

"সর্ব্বব্রহ্মময়ং জগৎ—আমরা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক ঈশ্বরের সৃষ্টি এই অদ্বৈতজ্ঞান হইলেই মুক্তি।"

—বিবেকানন্দ।

"এই নিখিল আকাশ ধরা,
এযে তোমায় দিয়ে ভরা।
আমার হৃদয় হ'তে একথাটি
বল্‌তে দাও হে বলতে দাও।"—রবীন্দ্র গীতাঞ্জলি

"The world is the manifestation of Divine Reason"

—Prof. Blackie

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুখং স যোগী পরমো মত॥"—গীতা

"Equality is the great stamp of the liberated Soul"—

—Sri Arabinda.

সকলকে সমান চক্ষে দেখার ক্ষমতা যখন হয় তখনই নির্ব্বাণ, তখনই মুক্তি।

মহাত্মা সক্রেটিসের মতে জ্ঞান লাভ করাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হয় এবং প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়। জ্ঞানের অভাবেই মানুষ পশুত্বে পরিণত হয়। আবার পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মানুষ দেবতার আসন পাইতে পারে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "প্রিয়োহি জ্ঞানীনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" অর্থাৎ আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার প্রিয়।

"Fools rush in where angels fear to tread" স্বর্গীয় দূতেরা যে পথ মাড়াইতে সাহস করে না, নির্ব্বোধ লোক নির্ভয়ে সেই পথে অগ্রসর হয়।

প্রকৃত জ্ঞান লাভে হিতাহিত বুদ্ধির উদয় হয় এবং জীবনে শান্তি লাভ করা যায়। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে পৃথিবীতে যত যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। যাহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে সে ব্যক্তি কখন কুকার্য্য করিতে পারে না কিংবা ঝগড়া বিবাদ করিতে পারে না—চুপ হইয়া যায়। কলসি যতক্ষণ না ভরে ততক্ষণ বগ্ বগ্ করে। জলে পূর্ণ হইলে চুপ হইয়া যায়। ক্ষুধিত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া কত না হই চই করে। আমাকে এ দাও ও দাও। এটা চাই ওটা চাই। ক্রমে উদর পূর্ণ হইয়া আসিতে থাকে আর হই চই কমিয়া আসিতে থাকে, পরে যখন দই পাতে পড়ে তখন সব চুপ চাপ। পূর্ণ জ্ঞান হইলে বাকসংযম আপনা হইতেই হইয়া যায়। তখন জ্ঞানী ব্যক্তি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধীর স্থির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে দ্বৈতজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অদ্বৈত জ্ঞান জন্মে। অদ্বৈতজ্ঞান হইলেই মুক্তি। এই জ্ঞানের অভাবে যত বিবাদ বিসম্বাদ; যত প্রকার দুঃখ ও অশান্তি। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত জীবজন্তু সবই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, সত্য সত্যই যদি এই দৃঢ়জ্ঞান হয় তবে ত আপন পর ভেদাভেদের গণ্ডী অপসারিতই হইল। "তুমি" ও "আমি" এই পৃথক-জ্ঞান যখন তিরোহিত হইবে এবং নিশ্চিতরূপে প্রাণে প্রাণে বুঝিব ঈশ্বর সর্ব্বভূতে নানারূপে বিরাজিত রহিয়াছেন তখনই প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হইবে।

"সর্ব্বভূতস্থং আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি,
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন।"—গীতা

"আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না এ মোহ হতচিত।
আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব॥"

"সর্ব্বরূপময়ী দেবী—সর্ব্ব দেবীময়ং জগৎ।
অতোহম্ বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম্॥"—চণ্ডী

জ্ঞানী ব্যক্তি অহঙ্কার-বর্জ্জিত, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন একটি ক্ষুদ্রজলকণার স্বরূপতত্ত্ব কেহ সঠিকভাবে ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে। বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের মিলনে জলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইটি জিনিষ কোন স্থান্ হইতে আসিল, কেন ইহাদের সংযোগে জল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দানে বিজ্ঞানবিদ্ অসমর্থ।

বিজ্ঞানবিদ্ রসায়নাগারে বিভিন্ন বস্তুর বিশ্লেষণ ও একত্রীকরণের দ্বারা কিরূপে বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহা দেখাইতে পারেন মাত্র। কিন্তু মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে অথবা ধ্বংস করিতে অসমর্থ। **Matter is indestructible** অর্থাৎ পদার্থ মাত্রই অবিনশ্বর ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বড়াই করেন যে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হইলে জীবনহীন বস্তুকে অথবা জড়কে জীবন দান করিতে পারিবেন। ইহা কবির কল্পনার মতই বোধ হয়।

"Were it not for the indwelling reason, the world would be a chaos and not a cosmos. Indeed, the idea of God as the absolute self-existent, self-energising, self-determining Reason is the only idea which can make the world intelligible, and has justly been held fast by all the great thinkers of the world from Pythagoras down to Hegel, as the alone keystone of all sane thinking"—Prof. Blackie.

ভাবার্থ—অন্তর্নিহিত স্বরূপ-নিরপেক্ষ অবিনশ্বর সত্য ব্যতিরেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইয়া বিশৃঙ্খল অব্যবস্থিত বস্তুপিণ্ডে পরিণত হইত। বস্তুতঃ স্বতঃপ্রচেষ্ট স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের ধারণা দ্বারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোধগম্য হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, এবং এই ধারণাকে পিথাগোরাস হইতে হেগেল প্রমুখ সমস্ত দার্শনিকেরা সর্ব্বপ্রকারে খাঁটি চিন্তার কেন্দ্র বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

"Behind all the sciences and everywhere is the absolute omnipotent all plastic Reason which we call God, whose offspring we all are and in whom we live, and move and have our being."—Prof. Blackie.

প্রফেসর ব্লাকি আরও বলিতেছেন:—সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের পিছনে এবং সর্ব্বত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু বিশ্বস্রষ্টা বিদ্যমান, আমরা যাঁহার সন্তান এবং যাঁহার মধ্যে আমরা সকলে অবস্থান করিতেছি এবং চলাফেরা করিতেছি।

মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির আবিষ্কারক মহাত্মা নিউটন একবার একটি সভায় তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভার বহু প্রশংসাবাদের কথা শুনিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "To me I appear like a child picking up the pebbles on the sea-shore while the vast ocean of truth lies before me unexplored," আমার মনে হয়, আমি যেন একটি বালকের মত সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড কুড়াইতেছি। পক্ষান্তরে অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রে বহু তত্ত্বরূপ মণি-মাণিক্য অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

মহাত্মা সক্রেটিস তৎকালের সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া একদা গ্রীসদেশের বড় ধর্ম্ম মন্দিরে দৈববাণী হইয়াছিল। এই সংবাদ যখন সক্রেটিসের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি জ্ঞানী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তির লক্ষণ কি তাহা বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি জানেন যে তিনি কিছুই জানেন না" এবং তাঁহার নিজের ধারণা এই ছিল যে তিনি কিছুই জানেন না। এইজন্য তিনি বলিলেন এই কারণে তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে পারেন।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং"—শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার জিনিষ বহু রহিয়াছে। এক মনুষ্য জীবনে দূরের কথা—বহু জীবনেও সমস্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব।

> **"There are more things in heaven and earth,**
> **Than are dreamt of in your philosophy"**
>
> **—Shakespeare.**

অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অসংখ্য বিষয় ও বস্তু স্বর্গে মর্ত্ত্যে আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগ

বিবেক, বৈরাগ্য এবং ভক্তি

বিবেকী ভক্ত বলেন, "এ সংসারে আপনার বল্‌তে আমার কেহ নাই। যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য; কেবল ভগবানই একমাত্র আমার আপনার জন, আমার সর্ব্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁকে পাব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার,
পরপ্রেমে কেন হইয়ে মগন ভুলিছ আপন জনে।"

কোন অভাব নাই, তবু ভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদে এবং ভগবানের কাছে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য।

"দীনজন ভাগ্যে নাথ সেদিন কি আসিবে,
তব প্রেমে মগ্ন হ'য়ে নিশি দিন কাটিবে।"
"ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানি মন তোমারে চায়"—রবীন্দ্র গীতাঞ্জলী।

ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য।

ভগবানে আসক্তি ও প্রাণের টান যদি না থাকে, আন্তরিক বৈরাগ্য না থাকে তবে লোক দেখান উপাসনা ভণ্ডামি মাত্র এবং বৃথা সময় নষ্ট।

আগে বিষয় সুখের আনন্দ,
পরে ভজনানন্দ।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।—গীতা

(অজ্ঞানাচ্ছন্ন) সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা (আত্মসংযম ও তত্ত্বজ্ঞান) নিশাস্বরূপ তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন।

যাহাতে (বিষয় বুদ্ধিতে) সর্ব্বভূত প্রবুদ্ধ থাকে তাহা (বিষয় নিষ্ঠা) আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী ব্যক্তি পরমার্থতত্ত্ব এবং ঐশ্বারিকতত্ত্ব নিরূপণে আত্মনিয়োগ করেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ ইতর জীব জন্তুর ন্যায় আহার নিদ্রা মিথুন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে।

"আগে ভোজনানন্দ, পরে ভজনানন্দ"
সংসারের ভোগ হ'য়ে গেলে, ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।"

—পরমহংসদেব।

যখন কামিনী কিংবা কাঞ্চনে আসক্তি থাকিবে না ; কেলবমাত্র প্রাণারামকে পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিবে এবং ব্যাকুল হইবে তখনই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবে। কামিনীকাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে এসে কেবল মাত্র প্রাণারাম ভগবানের সেবায় যখন মন মগ্ন হইবে তখনই প্রকৃত শান্তি আসিবে।

"এ দীন পরাণ মম
তৃষিত চাতক সম
শুধু যেন তারি পানে যায়
হৃদয় বাহির মম,
পরিপূর্ণ সিন্ধু সম
সেই মহা প্রেমে উছলিত।
তাঁহার বিশ্বের মাঝে,
দীন সেবকের সাজে
রহি যেন তাঁরি কাজে রত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেব বলিতেছেন :—

"ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর—"দেখা দাও" বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, কামিনী কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো। ব্যাকুল হয়ে তাকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর'বেন। যদি নাম করতে দিন দিন অনুরাগ বাড়ে, যদি আনন্দ হয় তা'হলে আর কোন ভয় নাই। বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা হবেই হবে। অনুরাগ হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়; খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হ'লে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়। তাঁর শরণাপন্ন হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার নেবেন তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে।"

"তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা॥"

ভগবানকে পাইতে হইলে সমস্ত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে একমনে ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে হয়। চোখের জলে মনের ময়লা ধুইয়া মনোমধ্যে তাঁহার আসন পাতিতে হইবে। আন্তরিকভাবে না ডাকিলে ঈশ্বর উপাসনা ভণ্ডামিতে পরিণত হয়। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ"—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য তিনি সাকাররূপে দেখা দেন। তাঁহাকে আমরা সর্ব্বশক্তিমান বলি। অথচ যদি বলি যে তিনি নিরাকার, কখনও সাকার হইতে পারেন না তবে কথার প্রতিবাদ (contradiction) হইয়া যায়। পরমহংসদেব বলিয়াছেন:—"সচ্চিদানন্দ মহাসাগর ভক্তিহিমে জমাট বেঁধে দৃষ্টিগোচর হতে পারে।"

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:—

"সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে;
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।"

এই ভাব লাভের জন্য যোগী ঋষিগণ দুর্গম গিরি-শৃঙ্গের উপর যোগাভ্যাস করিতেন। সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া (মুক্তসঙ্গ এবং অপরিগ্রহ হইয়া) তাঁহারা প্রাণারাম ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন।

ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পারিলে আর ভন্ ভন্ করে না—

"নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে,
জ্ঞান অনন্তরূপ পশিবে নাথ মম হৃদে।
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্র উঠিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।"

—বিবেকানন্দ।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল মনকে দৃঢ়তার সহিত সংযত ও বিষয়-বিমুক্ত করিয়া গুটাইয়া আনিয়া ভগবচ্চরণে নিবদ্ধ করার নাম যোগ এবং এই যোগই কেবল শান্তির উৎস। অন্য কিছুতে শান্তি দিতে পারে না।

"যোগংকুরু যোগেন হি প্রাপ্সসি চিরসম্পদম্।"

যোগই কেবল আমাদিগকে চিরসম্পদ দিতে পারে।

বিষয়-চিন্তা-বিমুক্ত কামক্রোধাদি-বর্জ্জিত যোগসমাধি-মগ্ন মনের অবস্থাই শান্তি আনিবে এবং ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবে। জল নড়িতে থাকিলে তাহার উপর প্রতিবিম্ব ভাল পড়ে না। সেইরূপ অস্থির ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনেতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। "সংসাররূপ হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তবে যোগের অবস্থা হয়ে যায়।" —পরমহংস দেব

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে,
বাজে যেন সদা বাজে গো;
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে,
রাজে যেন সদা রাজে গো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তি যে পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট আত্মসমর্পন করিতে পারিয়াছেন, সেই পরিমাণে তিনি জগৎপূজ্য হইয়াছেন। বুদ্ধদেব বিপুল ঐশ্বর্য্য, পরম সুন্দরী ভার্য্যা, সদ্য-প্রসূত পুত্র প্রভৃতির মায়া ত্যাগ করিয়া কৌপিন পরিধান করিয়া পরমার্থতত্ত্ব অন্বেষণ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া গভীর বনে চলিয়া গেলেন। হে সংসারী জীব, এটা কি তাঁহার পাগলামি বলিয়া তুমি মনে কর ?

কামনা বাসনার ঝড় না থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইবে না।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

—গীতা।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে কর্ম্ম আর করতে হয়না। মনও লাগে না। ভগবান লাভ হ'লে বাহিরের আড়ম্বর বা কর্ম্ম আর থাকে না। আত্মারাম হইয়া আপনা আপনি আনন্দ ভোগ করে। তখন তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর শরণ ও মনন।" ইহাকেই "নিষ্কর্ম্ম অবস্থা" বলে। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নয়। বাহিরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া জপ-মালা হাতে মনে মনে বিষয় চিন্তা করা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য গীতায় ভগবান ফলাশক্তি-রহিত হইয়া এবং কর্ম্মফল ভগবানের নিকট সমর্পণ করিয়া নিয়ত কর্ম্ম করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্ম মানে সৎকর্ম্ম, সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভগবানের নাম জপ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃত্তিও কর্ম্ম। জ্ঞানী নিষ্কাম কর্ম্মী ভগবানের প্রিয় এবং নিষ্কামভাবে কর্ম্মরত ব্যক্তিই ভগবৎ সান্নিধ্যলাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃত ভগবৎভক্ত বলেন—

"জীবন সখা তুমি বাঁচিনা তোমা বিনা।
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে॥"

প্রকৃত ত্যাগ ও বৈরাগ্য ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। রাজর্ষি জনক বলিতেন :—

"মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন"—অর্থাৎ সমস্ত মিথিলারাজ্য ধ্বংস হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী এবং ভগবান ভক্ত বলেন :—

"আমিও তোমারি গো,
তোমারি সকলিত,
জানিয়ে জানে না,
এ মোহ হতচিত।
আমারি বলে কেন,
ভ্রান্তি হলো হেন।
ভাঙ্গ এ অহমিকা
মিথ্যা গৌরব।"

এই অদ্বৈত জ্ঞান হইলেই মুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এই নিখিল আকাশ ধরা,
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা।"—রবীন্দ্র গীতাঞ্জলি।
"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদিবা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"—গীতা

আপনার সহিত তুলনাদ্বারা যিনি সর্ব্বজীবকে এবং সুখ বা দুঃখকে তুল্যভাবে দেখেন, আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।"

"সর্ব্বভূতে এক আত্মাই আছেন এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে তিনি অপরের সুখে সুখী, অপরের দুঃখে দুঃখী না হইয়া পারেন না, কেন না তাহার নিকট আপন পর ভেদ নাই। বিশ্বপ্রেম বলিয়া যদি কোন বস্তু থাকে তবে তাহার মূলে আত্মদর্শনজনিত সমত্ববুদ্ধি।"

সমুদ্রের মধ্যে ভীষণ ঝড়ে পড়িলে অথবা সাংঘাতিক-রূপে পীড়িত হইলে আমরা যেরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকি অন্য সময়ে কি আমরা সেরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকি? আমরা আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত ভগবানকে ডাকি না এজন্য আমাদের ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছায় না এবং কোন সাড়া পাই না। "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলে ধ্রুব যখন বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল তখন হরি তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভু, কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,—
বিনা অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা ?"

ভগবানের অসীম ক্ষমতা, অসীম শক্তি, অসীম দয়া, এজন্য তাঁর এক নাম অনন্ত, আর এক নাম বাঞ্ছাকল্পতরু।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "আন্তরিক ভক্তি করে একটি মত আশ্রয় করে লোকে মুক্ত হতে পারে।

"নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে"।—গীতা

"ভূমি ধান্য ধন রমনী কাঞ্চনের" জন্য লোক পাগল। ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য কয়জনে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকে ?

আমাদের চিত্ত কলুষিত এবং মোহমুক্ত নয়, হিংসাদ্বেষে পূর্ণ এবং কেন আমরা ভগবানের কৃপা লাভে বঞ্চিত তাহা নিম্নোক্ত গানটিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ,
আজও মুক্ত নহি ;
আজও অন্যে আঘাত দিয়ে,
কঠোর ভাষা কহিয়ে,
মোর আচরণ আমার কথা—
আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা।
আজও আমার দহন দিয়ে
শত জনে দহি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত্রু মিত্র মন্দ ভাল,
যায়নি আজও ভেদ,
কেহ ব্যথা দিলে প্রাণে,
আজও জাগে খেদ।
আজও মাগো দুঃখ শোকে,
অশ্রু ঝরে আমার চোখে,
আমার আমার ভাব গেল না,
আজও জাগে রহি, রহি।"

"ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়" লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভুলে যায়, ঐশ্বর্য্য দেখলে ভুলে যায় কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়। রাবণকে একজন বলেছিল "তুমি স্বরূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধর না কেন?" রাবণ বললে, "রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাক।"

—কথামৃত ২য় খণ্ড

ডাক দেখি মন ডাকার মত,
কেমন শ্যামা থাকতে পারে!
বিষয় চিন্তা কলুষিত মন,
শ্যামা মাকে কি ধরতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"—গীতা

সিদ্ধি বা মুক্তিলাভে যত্নশীল ব্যক্তি হাজারের মধ্যে একজন হয় কি না সন্দেহ এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই আমার স্বরূপ জানিতে পারে।

"যো যাকে শরণ লিয়ে সো রখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ॥"—তুলসী দাস।

যে ব্যক্তি যাহার শরণ লয়, তিনি অবশ্য আশ্রিত ব্যক্তির মান রক্ষা করেন। দেখ জলশরণাপন্ন ছোট মাছ অনায়াসে উজান প্রবাহ অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হয়, কিন্তু বৃহৎকায় গজরাজ তাহা পারে না।

"যদি মাকে পাওয়া যায়, যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয়-মন্দিরে আনতে পারে তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ আপনি আসেন—লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, সরস্বতী অর্থাৎ, জ্ঞান, কার্ত্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি—এসব আপনি হয়ে যায়—মা যদি আসেন।"

"পূরা সাহব সেইয়ে সব বিধি পূরা হোই।
ওছে নেহ লগাইয়ে মূলো আবৈ খোই।"—কবীর।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ণ পরমেশ্বরকে ধরিয়া থাকেন তাহার সকল দিক পূর্ণ হয়। আর যে পরমেশ্বরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারেন তাহার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। গাছ যদি শিকড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা জোরে মাটি আঁকড়াইয় ধরিয়া থাকে তবে তাহাকে ঝড়ে ফেলিতে পারে না—সেইরূপ আমরা যদি সমগ্র ও একাগ্র মন দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি তবে আমাদের পতন হয় না।

"আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

—পরমহংসদেব।

প্রাণ হ'তে যে দিন, মাগো,
বলবো আমি তোমায় চাই,
আড়াল থাকো কেমন করে,
দেখবো আমি তাই।
বিষয় মদে মত্ত আমি,
সেই ত বিষম দায়,
(কিন্তু) পেলে তব অভয় বাণী,
মোর নাহি কোন ভয়।
কামাদি ছয় রিপুগণে
সদাই ব্যস্ত করে তাই,
তাদের হ'তে বল মাগো,
কিসে রক্ষা পাই।
"অহং" জ্ঞান হ'লে উদয়,
ছেড়ে যাও তুমি আমায়,
(তখন) কোথাও খুঁজে পাইনা তোমায়,
এওতো বিষম দায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অহং" যবে যাবে চলে,
আমার কিছু নাহি রবে,
তোমা পূর্ণ দেখবো সবে
বল সে দিন কবে হবে ?
মন রবে তব চরণতলে,
মোর দেহ রবে ভবে,
(তখন) সকল জ্বালা দূরে যাবে,
বল সে দিন কবে হবে ?

দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

"কৃতে বিনিশ্চয়ে পুংসাং বিষ্ণু পুরয়তীপ্সিতং।
যদি স্যাৎ দার্ঢ্য সম্পত্তি সত্যং সত্যং হি মানব॥"

God helps those that help themselves. The Resolute man's wishes are fulfilled by God. He is really a man who has dogged tenacity.

সাধু করণীয় কাজে যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে তবে ভগবান মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কর্ত্তব্য কার্য্যে যাহার চিত্তের দৃঢ়তা আছে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য।

"Sink not in spirit,
Who aimeth at the sky
Shoots much higher than he
That means a tree."

যে আকাশ ভেদ করিবার জন্য তীর ছোড়ে সে ব্যক্তির তীর নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী গাছে তীর নিক্ষেপকারীর তীর অপেক্ষা

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিক দূরে ধাবিত হয়। উচ্চ আকাঙ্খা ব্যতীত কেহই জীবনে উন্নতি করিতে পারে না।

"সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়।
মুক্ত করো ভয়।"—রবীন্দ্রনাথ।

ভাবার্থ এই যে সাধু করণীয় কার্য্যে সমস্ত পৃথিবীর লোক যদি তোমার বিপক্ষে যায় তথাপি পশ্চাৎপদ হইও না।

Obey the voice of God in the dictates of your conscience.

নিম্নে পরমহংসদেবের কতকগুলি অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত হইল :—

"জলে ডুবে গেলে যেমন প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে, সেই রকম ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা এসে যখন প্রাণ ঐরূপ করবে তখনই তাঁকে লাভ করবে।"

"রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে। তুমি এক ডুবে পেলে না ব'লে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। সেইরূপ একটু সাধন ভজন করে ঈশ্বর দর্শন হলো না বলে হতাশ হয়োনা। ধৈর্য্য ধরে সরল বিশ্বাসে ব্যাকুলভাবে সাধন করতে থাকো, যথাসময়ে ভগবানের কৃপা হবে। যারা খানদানি চাষা তারা বারো বছর বৃষ্টি না হলেও চাষের কাজ ছাড়ে না।"

"বাসনাহীন মন কেমন জানো? যেন শুকনা দেশলাই, উহা একবার ঘসলে দপ্ করে জ্বলে উঠে। আর ভিজে হ'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘসতে ঘসতে কাঠি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। সেইমত সরল বিশ্বাসী, সত্যনিষ্ঠ নির্ম্মল স্বভাব লোককে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগ উদয় হয়। বিষয়াসক্ত মন যেন ভিজে দেশলাই। শত উপদেশেও ঈশ্বরানুরাগরূপ অগ্নি উত্থিত হয় না।"

"মাছ যতদূরে থাক না, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান হরিও সেইরূপ সরল বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদয় হন।"

"যে ছেলেটী খেলনা ফেলে দিয়ে "মা কোথা" বলে কাঁদে তৎক্ষণাৎ মা সকল কাজ ফেলে তাঁকে এসে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করেন। হে জীব, তুমি কামকাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছো। এ সব ফেলে যখন ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে তখন তিনি এসে তোমায় কোলে তুলে নেবেন।"

"মন কেমন জানো? যেমন স্প্রীং এর গদী। যতক্ষণ গদীর উপর বসে থাকা যায় ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধু সঙ্গে এবং গুণানুকীর্ত্তনে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করা যায়, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করবামাত্র যে কে সেই আপনার পূর্ব্বাভাব ধারণ করে। অতএব এক মুহূর্ত্তও নামজপ ত্যাগ-করা উচিত নয়। হাতে কাজ করো, মুখে হরি বলো।"

"বালক যেমন এক হাত দে' খোটা ধরে বন বন করে ঘুরতে থাকে একবারও ভয় করে না, কিন্তু তার মন সেই খোটার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে সর্ব্বদা পড়ে আছে। সে মনে জানে যে খোঁটাটি ছাড়লেই সে পড়ে যাবে। সংসারেও সেইরূপ ভগবানের দিকে মন রেখে সকল কাজ কর। কিন্তু মন যেন তাঁর প্রতি সর্ব্বদা থাকে, তা হ'লে নিরাপদে থাকবে।"

"নৌকা জলে থাকে তাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে নৌকা ডুবে যাবে। তুমি সংসারে থাকো তাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু মনোমধ্যে যেন সংসারের চিন্তা না থাকে। সেখানে ভগবানের আসন পাততে হবে এবং সেই আসনে তাঁকে বসিয়ে পূজো করতে হবে।"

"একজন চাষী সমস্ত দিন ধরে আখের খেতে জল ছেঁচে দিয়ে শেষে ক্ষেতে গিয়ে দেখলে যে এক ফোঁটা জল ক্ষেতে যায় নি। দূরে কতকগুলো গর্ত্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয় বাসনা, সাংসারিক মান সম্ভ্রম ইত্যাদির দিকে মন রেখে সাধনা করেন, তিনি যদি সারা জীবন ঈশ্বর উপাসনা করেন শেষে দেখতে পাবেন যে তাঁর বাসনার ছেঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে।"

"কুমীরের গায় অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিকরে পড়ে যায়, তার গায়ে কিছুতেই লাগে না, তেমনি বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্ম কথা যতই বল না কেন কিছুতেই তার প্রাণে লাগে না। কেহ ধ্যান ধারণা করলে তাকে নানা প্রকার ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ করে।"

"উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। খেতে খেতে মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস ছাড়বে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ সংসারে নানাপ্রকার শোকতাপ, দুঃখকষ্ট, বিপদে পড়েও বদ্ধজীবের চৈতন্য হয় না। গুয়ের পোকা গুয়ে থাকতে ভালবাসে। ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।”

“অবতার যে বড় বাহাদুরী কাঠ, নিজেও চলে যায়, এবং শতশত লোক আশ্রয় করে থাকলে তাদেরও লয়ে যায়। সিদ্ধলোক তৃণ খড় প্রভৃতির ন্যায় কোন রকমে নিজে চলে যেতে পারে।”

“ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হলেই বিষয় কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে আসে। তাঁর আর বিষয় কর্ম্ম ভাল লাগে না। তখন তাঁর নামটী নিয়ে থাকা আর স্মরণ ও মনন। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য যোগ। যে ওলা মিছরির আস্বাদ পেয়েছে, সে কখন চিটে গুড়ের পানা খেতে চায় না।”

“সন্ধ্যা আহ্নিক ততদিন দরকার, যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি প্রেম হয় ও তাঁর নামে চক্ষে জল আসে আর শরীরে রোমাঞ্চ হয়।”

“হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বাললে তখনই আলোকিত হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপ তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।”

“যেমন আম পাকলে বোঁটা থেকে আপনি খসে পড়ে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ’লে আত্মাভিমান প্রভৃতি আপনি চলে যায়।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গুটিপোকা আপনার লালে ঘর করে আপনি বদ্ধ হয়। তেমনি সংসারী জীব সুখের আশায় আপনার কর্ম্মে আপনি আবদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয় তখন ঘর কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হ'লে বদ্ধজীব মুক্ত হয়ে যায়।"

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্তে অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। ফুলের মধু বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত। সন্দেশেও বস্ছে আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়েও মত্ত হয়।"

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর, সে অন্য জল খাবে না। কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।"

"ধ্যান করবে মনে, বনে, আর কোণে।—প্রথমে নির্জ্জনে বসে এক চিত্তে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। মন সংযত ও ভগবানে রতি মতি হ'লে যেখানে সেখানে ধ্যান করতে পারা যায়। চারা গাছে বেড়া দিতে হয়। গাছ খুব বড় হলে গুড়িতে হাতী বেন্ধে রাখা যায়। সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকো। লোকে বলুক "অমুক লোকটা পাগল হয়ে গেছে" তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অমৃত সাগরে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয় এবং চেতনাধার ভগবানকে ডেকে কেহ অচৈতন্য হতে পারে না।"

যখন মনে কাম কাঞ্চনের আসক্তি থাকিবে না; কেবল প্রাণারাম ভগবানকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইবে এবং কাঁদিবে তখনই ভগবান প্রেরিত শান্তি সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া আসিবে।

উপাসনাকালে যদি মন অন্যদিকে ধাবিত হয় কিংবা সাংসারিক কোন বিষয় মনোমধ্যে উদিত হয় তবে উপাসনা নিষ্ফল হইবে। মনের মধ্যে যত কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধিয়া আছে সেগুলিকে দূরীভূত করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে দৃঢ়তার সহিত ইষ্টদেবতার শরণ লইতে হয়। যোগবাশিষ্টে বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—"অশুভ বিষয়ে সমাবিষ্ট তোমার মনকে দৃঢ়তার সহিত শুভ বিষয়ে আনয়ন কর।" বাতাসে জল নড়িতে থাকিলে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। সেইরূপ মন স্থির না হইলে তাহাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না।

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

"মনরে আমার এই মিনতি ;
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি।
কালী কালী কালী পড় মন কালীপদে রাখ মতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম আত্মজনার কর গতি।
উড়ে উড়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে কররে চার ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে ফল পাবি মন শোন যুকতি;
ওরে বসে মূলে কালী বলে গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি।"

যখন মন অন্য দিকে ধাবিত হইবে না, কেবলমাত্র ভগবৎ পাদপদ্মে নিবদ্ধ থাকিবে—মধুকর মধুপানে যেমন বিভোর থাকে সেইরূপ অবস্থা হইলে মন যোগযুক্ত হইয়াছে মনে করিবে।

"মধু লোভে কত প্রেমিক ভকত,
বিহরিছে ও পদপঙ্কজ ভিতর।
বিমোহিত হ'য়ে আছে লুকাইয়ে,
মধুপানে আনন্দিত অন্তর।"

এইরূপ যোগ সাধনা দ্বারা সাংসারিক সকল প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা,
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।"—গীতা

অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সংযত করিয়া লোকে সেই দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারে।

"ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ কর। ঈশ্বর যাহার সহায় মানুষ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন ক্ষতি করিতে পারে না। ঈশ্বর অবনত ব্যক্তিকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবনত ব্যক্তি তাঁহার গুপ্ত রহস্য জানিতে পারেন। অপমান ভোগের পর তাঁহাকে গৌরবে উন্নমিত করিয়া থাকেন। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ ব্যাকুলভাবে হরিকে ডাকিয়াছিল এবং তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল—ধ্রুব সকাম প্রার্থনা দ্বারা এবং প্রহ্লাদ নিষ্কাম প্রার্থনা দ্বারা। যে যে ভাবেই ডাকুক ডাকের মধ্যে যদি ব্যাকুলতা থাকে, আন্তরিকতা থাকে, তবে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকিতে পারেন না। প্রাণারাম ভগবানকে পাইবার জন্য সমস্ত বিষয়-বাসনা ও সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করিয়া বৎস-হারা গাভীর মত ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকো! অন্তর্যামী তোমার অন্তরের ভাব জানিয়া আর স্থির থাকতে পারিবেন না, নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। আন্তরিক ভাবে ডাকিলে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।*

সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, সেই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। জাহাজের আরোহী যাত্রী

* ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে নিম্নলিখিত ঘটনাটি অমৃতবাজার খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল:—ক্ষেত্রনাথ নামক ২২ বৎসর বয়স্ক একজন উড়িয়া কুলির পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চুঁচুড়া হাসপাতালে আনীত হয়। ডাক্তারগণ এক্‌স্‌রে করিয়া দেখেন এবং বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় দ্বিতীয়বার এক্‌স্‌রে করিয়া দেখেন এবং পরদিন তাহার পা কাটিয়া ফেলাই সাব্যস্ত করেন। লোকটি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে এবং সমস্ত রাত্রি বারান্দায় থাকিয়া —"হে প্রভু জগন্নাথ, আমাকে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা কর" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া কাঁদিতে থাকে এবং শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে এবং প্রাতে দেখা গেল, সে আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত লোক অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে থাকে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে শেষ রাত্রে ভগ্ন স্থানে যেন কে হাত বুলাইয়াছিল এবং হঠাৎ সে জাগিয়া দেখিল যে সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও নাবিকগণ ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদাকাটি করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের ছোট ছেলে স্ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। একজন নাবিক জিজ্ঞাসা করিল, "বালক, সকলে ভীত হয়ে কাঁদাকাটি করছে, তুমি যে নেচে বেড়াচ্ছ?" নির্ভীক বালক উত্তর করিল, "আমার ভয় কি? আমার পিতা যে হাল ধরে আছেন।" সেইরূপ সংসারে এবং আমাদের মনোমধ্যে ঝড় তুফান উঠিলে সেই নির্ভীক বালকের মত যেন বলিতে পারি, "ভয় কি, আমাদের পিতা যে হাল ধরে আছেন।"

পরমহংসদেব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তা হ'লে মা-ই সব করবেন।"

"তুমি সর্ব্বদা ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হ'বে। কৃপা করা বা না করা তাঁর ইচ্ছা। তুমি সর্ব্বদা তাঁর উপর নির্ভর করবে। তাঁর কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'লে মনে করো না যে ভগবান নেই কিংবা তিনি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি দিনরাত হ'তে পারে? এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো। বাবা কি ছেলের আবদার সব সময়ে শুনে থাকেন কিংবা রক্ষা করে থাকেন?"

মনু বলিয়াছেন :—

"যদ্দুর্গং যাদ্দুরাপং যচ্চ দুষ্করং।
তৎসর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপঃহি দুরতিক্রমম্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কঠিন দুঃসাধ্য সমস্ত কার্য্যই তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি টেনিসন বলিয়াছেন ঃ—

"More things are wrought by prayer
Than this world dreams of"

অর্থাৎ স্বপ্নেও আমরা যাহা চিন্তা করিতে পারি না এইরূপ কার্য্য তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

বাইবেলে আছে ঃ—

Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you."

"Eye hath not seen, nor ear heard, niether have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him."

অর্থাৎ আন্তরিকভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে আমাদের কোন জিনিষের অভাব হয় না। চোখে যাহা কখন দেখি নাই কিংবা কানে যাহা কখন শুনি নাই এরূপ জিনিষ ভগবান তাঁহার ভক্তদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

"He who hath given you eyes, will he not see? He who hath given you ears, will he not hear?

"He who hath given you mind, will be not mind or consider your case?

"The Almighty God raiseth up the poor out of the dust and lifteth the needy out of the dung hill."

অর্থাৎ যিনি তোমার চক্ষু দিয়াছেন, তিনি কি নিজে চোখে দেখেন না? যিনি তোমার কর্ণ দিয়াছেন তিনি কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে কানে শুনেন না? যিনি তোমার চিন্তা করার জন্য তোমার মন দিয়াছেন তিনি কি তোমার বিষয় চিন্তা করিবেন না? সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর দরিদ্রকে ধূলি হইতে এবং অভাবগ্রস্ত বিপন্নকে বিপদরাশি হইতে সযত্নে তুলিয়া লন।

ছেলে আঘাত পাইয়া যখন "মা, মা" বলিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন স্নেহময়ী মা সব কাজ ফেলিয়া যেমন সন্তানকে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনা করেন, সেইরূপ সংসারের ঝড় তুফানের মধ্যে বরাভয়দায়িণী মা আনন্দময়ীর আশ্রয় ও শরণ লইয়া আমরা শান্তি পাইয়া থাকি। মা আদ্যাশক্তি মহেশ্বরী মহামায়া মাতৃরূপে সকল জীবকে রক্ষা করিতেছেন। ইহা যেন সর্ব্বদা আমরা মনে রাখি—তাহা হইলে বিষাদের বা হতাশার কোন কারণ থাকিবে না।

দুর্দ্দান্ত পুত্রকেও গর্ভধারিণী মাতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কারণ প্রত্যেক মাতা মহামায়ার কঠিন মায়া-শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

বাহ্যজগতে অবিশ্রান্ত ঝড়-বৃষ্টি ঘন ঘন বজ্রপাত দিনের পর দিন চলিয়াছে। সমস্ত জীবজন্তু ভীতত্রস্ত হইয়া নিজ নিজ আবাসে আশ্রয় লইয়াছে। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ার পর সুনীল গগনে দিবাকরের এবং রাত্রিতে শশধরের কিরণে যেমন আমরা পুলকিত হই, সেইরূপ আমাদের হৃদয়-আকাশের কাম ক্রোধ কামনা বাসনার ঝড় থামিয়া গেলে এবং আমাদের প্রাণারাম ইষ্টদেবতা আমাদের হৃদয়াসন অধিকার করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। এই আনন্দের তুলনা হয় না।

ঝড়তুফান বজ্রাঘাতের মধ্যে মনে করিও না সূর্য্যের কিরণ বর্ষিত হইতেছে না। পৃথিবীর মাত্র তিন চারি মাইলের মধ্যে এই ঝড়তুফান হইতেছে। তদুপরি বিমল গগনে সমভাবে সূর্য্যের কিরণ বর্ষিত হইতেছে। আমাদের হৃদয়গগনে যখন ঝড়তুফান উঠে তখন আত্মা ও তদুপরি পরমাত্মা নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করেন। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে মনোমধ্যে মেঘের উদয় হয় এবং তৎপরে ঝড় আরম্ভ হয়। যদি আমাদের মন, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বদা মিলন থাকে তবে এই ঝড়ের সৃষ্টি হইতে পারে না। মন, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সংযোগ যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য তোমার প্রাণের দেবতাকে ব্যাকুলভাবে ডাকো।

"অবিশ্রান্ত ডাকো তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে॥"

কামতৃষ্ণা ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধার মধ্যে বিরোধ যখন থামিবে এবং আধ্যাত্মিক ক্ষুধা প্রবল হইয়া যখন কামতৃষ্ণাকে বিনষ্ট করিবে তখনই নির্ব্বাণ, তখনই শান্তি।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামনা, বাসনা, ভোগ বিলাসে মন রয়েছে তাতে কি হয়? ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়। অমৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরোবরে ডুবলে মানুষ মরে না; অমর হয়। ঈশ্বর অমৃত সরোবর। তাতে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট হয় না, বরং মানুষ অমর হয়। যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছে সে কি কখনও চিটে গুড় খেতে চায়? কেহ কেহ মনে করে সর্ব্বদা ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যিনি চৈতন্যের আধার। যাহা হইতে সকলে চৈতন্য লাভ করছে তাঁকে চিন্তা করলে লোকে কি অচৈতন্য হবে?"—পরমহংসদেব।

"চেতনা দিয়াছে যে চেতনা থাকিতে তোর,
ডাক সে চেতনাধারে ত্যজি ঘুমঘোর;
যেন দুনয়নে লোর নামে বহে অবিরল।"

—কবি রজনী সেন

"শিশু সন্তান হারিয়ে গেলে মায়ের প্রাণ যেমন ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠে ঈশ্বর অদর্শনে যখন তদরূপ প্রাণ ব্যাকুল হবে তখনই প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হবে। কোন অভাব নাই, তথাপি ভগবানের কাছে মন প্রাণ সমর্পণ করে যখন থাকতে ইচ্ছা হবে তখনই তাঁর কৃপা সূর্য্য উদিত হতে আরম্ভ করবে।"

চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রচণ্ডবেগে অথচ শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ মেরুদণ্ডের উপর এবং নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরিতেছে এবং ধাবিত হইতেছে এবং পরস্পরকে আকর্ষণ দ্বারা বিপথে চালিত হইতে দিতেছে না, আমরাও সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ত কর্ম্মরত থাকিয়া নিষ্কামভাবে পরস্পরকে সাহায্য করিব ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতি, নিয়ত কর্ম্মরত ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বর-বিশ্বাসী পরোপকারী লোক নিজে শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন এবং জগতেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সাধু ব্যক্তি প্রার্থনা করেন। "Lord Give me more light, and more love." হে ভগবান, আমাকে অধিকতর জ্ঞান ও ভালবাসা দাও এবং সকলকে প্রাণের সহিত ভালবাসতে দাও। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল যেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠে অথবা চুম্বক পাথরের আকর্ষণে লৌহ যেমন আকৃষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবানের অসীম অনন্ত প্রেমের টানে ভক্তের প্রাণ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে।

একটা গানে আছে :—

"তোমায় আমায় মিলন হলে, সকলই যায় খুলে ;
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর ;
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ এমন সুমধুর।"

ঈশ্বর বিরহে গৌরাঙ্গদেবের যে অবস্থা হইত তাহা নিম্নে ব্যক্ত করা হইতেছে :—

"হা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দুনয়নে বহে ধারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণেক চেতনা পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই।
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা।
হা হরি হরি হরি তুমি কোথা হে,
তুমি সরবস্ত্ত ধন, তুমি নয়নের তারা।"

—অমিয় নিমাই চরিত।

হে প্রভু, হে পরমাত্মা, হে জগন্নাথ।

"তুমি সদা যাঁর হৃদে বিরাজ,
দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।"

মনের দুঃখ এবং প্রাণের জ্বালা প্রাণারাম ভগবান ব্যতীত আর কে দূর করতে পারে?

"গাও পাপী বিভু গান জুড়াবে তাপিত প্রাণ।
নাম সুধা বয় পানে যাতনায় পাবি ত্রাণ॥"
"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

—গীতা

যাহা লাভ করিয়া অন্য কিছু লোভনীয় থাকে না, যাহাতে অবস্থান করিয়া গুরুতর দুঃখের কারণ হইলেও লোকে বিচলিত হয় না—সেই হইতেছে যোগ সমাধি অবস্থা, সুখদুঃখের অতীত অবস্থা। তখন বিষম পুত্র শোকেও মনের অবস্থা হয়—

"তোমারি দেওয়া বিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া"
"যাঁর ধন সেই লয় তবে কেন হাহাকার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা যার গচ্ছিত ধন সেই যদি লইয়া যায় সেখানে আপশোষের কি কোন কারণ থাকতে পারে? যোগ সমাধি অবস্থায় যখন মানসপটে ভগবান সমাসীন থাকিয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় শান্তি সুধা বর্ষণ করেন, সেই অবস্থা সাধক কবি ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

"হৃদয় নিভৃত মাঝে তব মুখ সদা রাজে,
জীবনে আনন্দধারা বহে অবিরাম।"

* * *

"সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজো,
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে।"

* * *

"সুখময় সখে তোমার সঙ্গ,
স্মরণ করিয়া শিহরে অঙ্গ।
যে সময় হও হৃদে উদয়,
মরি সে সময় কি সুখ হয়।"

"এ তব ভুবন মাঝে যখন যে দিকে চাই,
তোমার করুণারাশি সতত দেখিতে পাই।"

গীতায় শ্রীভগবান নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার কথা বলিয়াছেন। এই অবস্থাটা কি? যখন করণীয় কিছুই থাকে না। কেবলমাত্র ঈশ্বর আরাধনা এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হয়—তাঁর নামটি লইয়া থাকা—জপ, শরণ, মনন, ধ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়া আর কিছুই থাকে না। পরে ঈশ্বর লাভ হইলে সকল কর্ম্মের অবসান হয়। ইহাই পূর্ণ কর্ম্মসন্ন্যাস বা নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা।

"পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈঃ নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং প্রয়োজনং প্রাপ্তে মলয়মারুতে॥"

মলয় পবন বহিতে থাকিলে যেমন তাল পাখার কোন আবশ্যকতা থাকে না; তদ্রূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে আর কোন বিধি নিয়ম বা বিষয়-বাসনা থাকে না। ফোঁটা চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদি all formalities of worship disappear উপাসনার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি কিছুরই আবশ্যকতা থাকে না। এ সকলের কি কিছুই প্রয়োজন নাই? প্রয়োজন আছে মনের শান্তির জন্য, মন সংযত হইলে একবার মাত্র ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিলেই যদি ভাব-সমাধি হয় তখন আর এ সবের কিছুই প্রয়োজন হয় না। পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়।"

নিরাকার চৈতন্যরূপী ভগবান ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট সর্ব্বদাই অব্যক্ত ভাষায় অথচ পরিস্ফুটরূপে নিজকে ব্যক্ত করিতেছেন এবং জানাইতেছেন :—

"কেবল চৈতন্য আমি নিত্য নির্ব্বিকার,
জ্যোতি রূপে মহাশক্তি স্ফুরণ আমার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আরও তিনি জানাইতেছেন ঃ—

"বায়ুবৎ লিপ্ত নয় সর্ব্বত্র মহিমাময়,
অখণ্ড চৈতন্যরূপে থাকি।"

"ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক। শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামনা বাসনা, ভোগ বিলাসে মন রয়েছে তবে কি হয়? ব্যাকুলতার সহিত আমরা ডাকি না। এজন্য কোন সাড়া পাইনা।" বহির্মুখী বহুমুখী ও বিষয়-মলিন মন তাঁকে পাবে না। মা ব্রহ্মময়ী যখন তোমার হৃদয়াসন অধিকার করিবেন তখন মনের বাহিরের দরজায় কপাট পড়িবে। গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকে এই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥"

নিষ্পাপ যোগী এই ভাবে পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া অত্যন্ত সুখ অনুভব করেন।

নানাপ্রকার মতবাদে বিভ্রান্ত মন যখন বিষয়চিন্তাবিমুক্ত এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া যোগসমাধিমগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখনই ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ হইবে এবং প্রকৃত শান্তি আসিবে।

"আমি কবে তোমার ধ্যানে হ'য়ে রব আত্মহারা,
বিষয় চিন্তা নাহি মনে নাহি কোন সুখ কামনা।
তোমায় দেখব এই কামনা থাকবে শুধু আমার মনে,
অন্য কিছু সাধ বাসনা আমার কিছু রবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ সুখ জাগলে প্রাণে "অহং" জ্ঞান থাকতে মনে,
দেখা হবে না তোমার সনে ইহা জেনেও জানি না।
তব প্রেমে মন মজিলে শান্তি রসে প্রাণ ভরিবে,
শোক যাতনা যাবে চলে কোন দুঃখ রবে না।"

When you come to the temple of god for prayer, drive out all worldly affairs from your mind."

যখন মন্দিরে উপাসনার জন্য আসিবে, তখন সমস্ত বিষয় বাসনা এবং সমস্ত জাগতিক বিষয় দৃঢ়তার সহিত মন হইতে বিতাড়িত করিবে।

ঈশ্বরের দিকে যতই অগ্রসর হইবে ততই শান্তি। সূর্য্যাতপে তাপিত পরিশ্রান্ত ক্লান্ত পথিক যতই গঙ্গার ধারে যায়, স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া তার সকল ক্লান্তি দূর করে। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় পীড়িত মানব যতই ঈশ্বরের কাছে যাইবে ততই শান্তি পাইবে। অমৃতের হ্রদে পড়িলে লোক মারা যায় না; অমর হয়।

কেহ কেহ বলেন দিনরাত ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে মাথা বে-ঠিক হইয়া যায়, মানুষ পাগল হইয়া যায়। এসম্বন্ধে পরমহংস বলিয়াছেন—"চৈতন্যের আধারকে চিন্তা করে লোকে কি অচৈতন্য হয়ে যাবে?"

"One fountain of all morality is moral inspiraion from within, and the feeder of this fountain is god"—prof Blackie,

ভাবার্থ—অন্তরের নৈতিক উদ্দীপনাই সমস্ত নীতিজ্ঞানের ভিত্তি এবং ভগবানই এই উৎসের পরিপোষক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্তরিক ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এব ঈশ্বর সান্নিধ্য-লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা না থাকিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই না। কপালে ফোঁটা চন্দন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং হাতে মালা অথচ মনে মনে কি করিয়া অপরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা যায় সেই চিন্তা। এরূপ লোক সমাজের কলঙ্ক। এ সমস্ত লোককে বিষকুম্ভ পয়োমুখ অথবা মণিভূষিত সর্পের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

অজ্ঞান মানব সুখের আশায় কত কি করে। অর্থ সুখ শান্তি দিতে পারে এ ধারণা নিতান্ত অলীক। সংসার রূপ মরুভূমিতে শান্তিবারি পাইতে হইলে নিষ্কামভাবে কাজ করিতে হইবে এবং ব্যাকুলতার সহিত চোখের জলে ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত করিতে হইবে। ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে কিছুই হইবে না। আন্তরিকতা না থাকিলে ঈশ্বর উপাসনা কেবল মাত্র আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না।

উপাসনায় বসিবার পূর্ব্বে মন সম্পূর্ণরূপে সংযত এবং বিষয় চিন্তা বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। "ভগবান তুমি ছাড়া জগতে আমার কেহ নাই। যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য, আমায় দেখা দাও"—এই কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে মন ক্রমশঃ সংযত হইবে।

"দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার।
পরপ্রেমে কেন হইয়ে মগন ভুলিছ আপন জনে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানই কেবল আপনার জন—এই কথা আন্তরিকভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

"তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কুল কিনারা।"

ভগবানই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক এবং আশ্রয়দাতা। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা এক পাও চলিতে পারি না—এই জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

"অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরলব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে॥"

ভগবানকে যে নামে ডাকিতে ইচ্ছা হয়, সেই নাম ধরিয়া ডাক। চাই কেবল আন্তরিকতা, চাই কেবল ব্যাকুলতা ও ভক্তিবিশ্বাস। ভাবের ঘরে যেন চুরি না থাকে—এই কথা পরমহংসদেব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

"তুমি একজন হৃদয়ের ধন,
সকলে আপনার বলে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।
প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে থাকে,
ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে বলে সুখী তোমাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারু মাতা কারু পিতা কারু সুহৃদ সখা হও,
প্রেমে গলে যে যা বলে তাতে তুমি প্রীত রও।
একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন,
ভাব করে ডাকলে এস ভাব নাক জ্ঞানহীন।
সেই ভরসায় ভবের কুলে বসে আছি নিরঞ্জন।"

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আন্তরিক ভাব জানিয়া নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা এবং অসীম দয়া—এই কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। যে অজ্ঞান সে বায়ু সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া এবং প্রতি নিঃশ্বাসে বায়ু গ্রহণ করিয়া বাতাসের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও সেই পরব্রহ্ম পরম-পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। এখানে পরব্রহ্মকে বাতাসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বটে কিন্তু বাতাসকে বিজ্ঞানা-গারের অতিরিক্ত চাপ ও শৈত্যের সাহায্যে জমাইয়া শক্ত বরফের মত করা যাইতে পারে। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য এবং আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা ব্যতিরেকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় উদয় হয় না এবং ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—"ভক্তি হিমে সচ্চিদানন্দ সাগর জমে সাকাররূপ ধারণ করে।"

উপাসনা কালে উচ্ছৃঙ্খল মন ইতস্ততঃ চালিত হয়। এই মনকরীকে বশে আনিতে হইবে। উপাসনা করিতে করিতে মন স্থির হইয়া যাইবে। সংসারের কোন বিষয়ে মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধাবিত হইবে না, নির্ম্মল আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিবে তখনই ভগবান নিকটে আসিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

"সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজ,
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে।"

অন্য একজন ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত বলিতেছেন :—

"হরিপদ-কমল-পীযুষরসে মজরে পিপাসু মন-মধুকর,
বিষয় সুখ আশে কেনরে মায়াবশে ভবকণ্টকবনে বৃথা ভ্রমণ কর।
মধু লোভে কত, প্রেমিকভকত, বিহরে রঙ্গে ও পদ পঙ্কজভিতর।
বিমোহিত হয়ে, আছে লুকাইয়ে, মধুপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ-সরোজে, বিমল দল মাঝে, সাধুসঙ্গে সদা বাস কর।
নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয়রে মকরন্দ নিরন্তর।"

হরিপ্রেমে মাতোয়ারা গৌরাঙ্গদেব বলিতেন :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

"যে পেয়েছে তোমার কৃপা,
তার লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাঁই।"

ভগবানের কৃপাপ্রার্থী ভক্তের কাতরোক্তি :—

"হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়া।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sensuality will destroy the taste for higher pleasures which, though less seductive and intensive, are far more salubrious and parmanent as they are pure."

—Lord Chesterfield

ভাবার্থ—আত্মা ও পরমাত্মা মিলনে যে পবিত্র নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয় তাহা রমণ সুখ কিংবা সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ও আনন্দদায়ক।

God's grace never descends upon a man who is a slave to lust"

—Mahatma Gandhi

যে ব্যক্তি বিষয়সুখে মত্ত তাহার উপর ভগবানের কৃপাবারি বর্ষিত হয় না।

ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত কোনপ্রকার বিষয়সুখের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেবল মাত্র প্রাণারাম ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন।

"সে ভাব লোভে পরমযোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥"

* * * *

শোকী তাপী যে যেখানে, পড় তার শ্রীচরণে,
শান্তিজলে শোক তাপ হবে সব নিবারণ।"

পরমহংসদেব পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "ভাবের ঘরে চুরি থাকিলে কিছুই হইবে না।" ইহার অর্থ এই যে বিবেক বৈরাগ্য এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাসের সহিত একমনে ভগবানকে ব্যাকুল ভাবে না ডাকিলে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি হইবে না। উচ্ছৃঙ্খল বিষয়াসক্ত মনে ভগবানের বিকাশ হয় না।

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,
প্রভু, বিনা অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা ?

* * *

"তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে,
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।"

* * *

"তব শান্তি বারি বর্ষণে মোর দেহ শীতল হবে,
শোক দুঃখ দূরে যাবে বল সেদিন মোর কবে হবে।"

সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বর-প্রেমিক সন্ন্যাসীভক্ত ঈশ্বর-বিরহে সুদূর হিমালয়ের উপর পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিজভাব ব্যাকুল-ভাবে নিবেদন করিতেছেন :—

"তব অন্বেষণে হে প্রাণধন,
শেখরে শেখরে করি ভ্রমণ।
উচ্চৈস্বরে সুধু তোমাকে ডাকি,
ঝর ঝর ঝরে নিয়ত আঁখি।
মম দুঃখে হয়ে দুঃখিত অন্তর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকরুণস্বরে কাঁদে শেখর।
নিয়ত নির্ঝর নয়নে নীর,
খরতর বেগে হয় বাহির।
দুঃখের অনল অন্তরে জ্বলে,
ভ্রমে দাবানল মানবে বলে।
দুঃখে পড়িয়াছে কালবসন.
কটি মেঘাবৃত নহে কখন।
যাহার শরীর পাষাণময়,
মম দুঃখে সে দুঃখিত হয়।
কেন হে তোমার কোমল মন,
করুণার্দ্র নাহি হয় কখন?"

"কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিকভুল হয় না কিংবা কোন বিপদ হয় না। মানুষের মন যদি সর্ব্বদা ঈশ্বরের পাদপদ্মে পড়ে থাকে তবে তার কোন ভয়ভীতি বা বিপদ থাকে না"—পরমহংসদেব।

"আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা,
আমি যে পথ চিনি না;
তোমারি উপর করিনু নির্ভর,
তোমা বই কিছু জানি না।
আজ হ'তে তুমি হৃদয়েরই রাজা,
তোমারেই আমি করিব গো পূজা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহের কণা কিছু রাখিব না,
কারু কথা আমি মানি না।”

উক্তরূপ অবস্থা যে ভক্তের হয় ভগবান তার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। গীতায় উক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে এইভাব পরিস্ফুট হইয়াছে ঃ—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে,
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।”

ভাবার্থ ঃ—যাঁহারা একমনে সতত আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁহাদের সকল ভার বহন করি।

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥”

ভাবার্থ—যাঁহারা সতত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে আমি তাঁহাদিগকে এমন বুদ্ধি দান করি যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে বুঝিতে পারে।

“তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥”

ভাবার্থ—কৃপা করিয়া আমি তাঁহাদের সকল অজ্ঞানজ অন্ধকার উজ্জ্বলজ্ঞানরূপ দীপদ্বারা দূর করিয়া থাকি।

(নিরক্ষর পরমহংসদেবের জীবনে ভগবানের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। তাঁহার পাদপদ্মে উপবিষ্ট হইয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি মুখস্থ থাকিলে এবং মনে মনে সর্ব্বদা আবৃত্তি করিলে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইবে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥"
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥"

ভাবার্থ যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না যিনি সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াদ্রচিত্ত, যিনি মমত্ব, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার-বর্জ্জিত। যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদা সন্তুষ্ট, সমাহিত-চিত্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, যাঁহার মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, ঈদৃশ মদ্ভক্ত আমার প্রিয়।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয় ॥

ভাবার্থ—যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রাপ্যবস্তু লাভে আকাঙ্খা করেন না, যিনি পাপপুণ্যত্যাগী ঈদৃশ ভক্তিমান সাধক আমার প্রিয়।

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥"
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবার্থ—যিনি শক্রুমিত্রে, মান অপমানে, শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন, যিনি সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি-বর্জ্জিত, স্তুতি বা নিন্দাতে যাহার তুল্য জ্ঞান, যিনি সংযতবাক, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিবর্জ্জিত, সন্তুষ্ট, ও স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।"

ভাবার্থ—হে পাণ্ডব, আমার কার্য্য যে করে, আমি যার একমাত্র উপাস্য, আমাতে ভক্তিমান্, ধনজন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ধন-সম্পদে স্পৃহাহীন এবং অনাসক্ত সর্ব্বভূতে বৈরিভাব শূন্য—এইরূপ ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে।

সর্ব্বশেষে লর্ড এভিবেরি রচিত "Peace and happiness" নামক পুস্তক হইতে একটি অংশ অনুবাদ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। ইহাদ্বারা আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিব যে আমাদের জীবনে যে সমস্ত দুঃখের কারণ ঘটে তজ্জন্য আমরা নিজেই অধিকাংশে দায়ী।

"আমাদের জীবন ভাবনাচিন্তা এবং দুঃখ-যন্ত্রণায় দুর্ব্বিষহ বলিয়া আমরা অভিযোগ করিয়া থাকি, তথাপি জীবন ত্যাগ করিতে চাহি না। ইহাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাই। গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপ এবং শীতকালের প্রচণ্ড শীতের কথা আমরা বলিয়া থাকি, তথাপি এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহি না। কঠিন শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে কাতর হইয়া অভিযোগ করিয়া থাকি, তথাপি আমরা কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য লালায়িত। ঐশ্বর্য্য এবং পদমর্য্যাদার বৈষম্যের বিষয়ে অনেক অভিযোগ আমরা করিয়া থাকি বটে কিন্তু যেখানে বড় ছোট নাই, ধনীদরিদ্র নাই, সেখানে যাইতে চাহি না। এখন প্রশ্ন এই আমাদের ভাগ্যে যাহা জুটে তাহা সানন্দে কৃতজ্ঞতার সহিত অথবা বিষাদপূর্ণ অন্তঃকরণে গ্রহণ করিব? সুখদুঃখ আমাদের জীবনের সাথী। প্রত্যেকেরই দুঃখ ও দুর্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক মূল্যবান্ আশীর্ব্বাদ আছে যাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সেগুলিকে অনেক লেখক অল্প মূল্য দিয়াছেন।

আমাদের জীবন একটি মহান্ দান। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমাদের অসংযম, বদ্‌মেজাজ এবং অন্যান্য দোষের জন্য আমরা যে সমস্ত দুঃখ ও দুর্ভাবনা আনয়ন করি তাহা আমাদের জীবনের দুঃখরাশি হইতে বাদ দিলে অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। আরও আমাদের অসাবধানতা এবং ভুলভ্রান্তিজনিত যে সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা সংঘটিত হয় এবং যাহা সুবিবেচনা ও সুচিন্তা দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভবপর হয় সেগুলিকেও বাদ দিতে হইবে। যে সমস্ত বিপদ কখনও ঘটে না সেগুলিও বাদ দিতে হইবে। আমাদের কাল্পনিক দুশ্চিন্তাদ্বারা আনীত দুঃখ-দুর্ভাবনা যদি আমরা উপযুক্তরূপে সংযত করি এবং যে গুলি দুঃখের কারণ হইয়াও পরিণামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হয় সেগুলিকেও যদি বাদ দেই এবং সর্ব্বশেষে যে গুলি কেবল মাত্র কল্পনাপ্রসূত সেগুলিও যদি বাদ দেই তবে কেবল অতি অল্পমাত্র দুঃখের কারণ অবশিষ্ট থাকিবে। আমাদের আনন্দময় জীবনে যে অন্ধকারময় ছায়াপাত দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই আমাদের নিজেদেরই স্বকৃত ছায়াপাত ছাড়া আর কিছুই নহে।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi